প্রতিদিনের নেক আমল

বইটি সংকলিত করতে
পবিত্র কোরআন-হাদীসের পাশাপাশি
আরও যে সকল বই-পুস্তক বার বার খুলতে হয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 📖 এহইয়াউ উলুমিদ্দীন
ইমাম মোহাম্মদ আল জাজরী (রহঃ) 📖 হিসনে হাসীন
ইমাম ইয়াহইয়া আবু যাকারিয়া আন নববী (রহঃ) 📖 রিয়াদুস সালেহীন
মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ) 📖 ফাযায়েলে আমাল
মাওলানা শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহঃ) 📖 এস্তেগফারের সুফল
মাওলানা মোহাম্মদ ইউসূফ কান্ধলভী (রহঃ) 📖 মুনতাখাব হাদীস
হযরত হাজী আব্দুল ওহাব 📖 আমালিয়াত কা ফাযায়েল
মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 📖 নূরুল ঈমান, মাসিক মদিনা

সংকলনে ▫ মোঃ খায়রুজ্জামান খান হেলাল
সম্পাদনায় ▫ মাওলানা মুফতী মোঃ জাকারিয়া
নজরে ছানী ▫ মাওলানা মুফতী জসীমুদ্দীন

সাহাবা পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়
মুন্তাখাব প্রকাশনী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রতিদিনের নেক আমল

সংকলনে

মোঃ খায়রুজ্জামান খান হেলাল

সম্পাদনায়

মাওলানা মুফতী মোঃ জাকারিয়া

সাবেক সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা, ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ।

নজরে ছানী

মাওলানা মুফতী জসীমুদ্দীন

শিক্ষক, ইফতা, তাফসীর ও উচ্চতর হাদিস গবেষণা বিভাগ
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী মাদ্রাসা)
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।

প্রকাশনায়

সাহাবা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ।

017 8393 7893, 019 5601 2108

পরিবেশনায়

মুন্তাখাব প্রকাশনী

১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

01748-974953, 01687-609492

সুখবর

❝ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি রাতে ঘুমে থাকার কারণে রাতের অভ্যাস করা আমল পুরোপুরি বা আংশিক আদায় করতে না পারে এবং সেই আমল যদি পরদিন ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে, তবে তার আমলনামায় সেই আমল রাতে করেছে বলে লেখা হবে। ❞

[মুসলিম]

প্রথম প্রকাশ ❙ সিডনী এস্তেমা, ২০১১ (অস্ট্রেলিয়া)
দ্বিতীয় প্রকাশ ❙ টঙ্গী বিশ্ব এস্তেমা, ২০১৪ (বাংলাদেশ)
তৃতীয় প্রকাশ ❙ টঙ্গী বিশ্ব এস্তেমা, ২০১৫ (বাংলাদেশ)

প্রকাশনায়ঃ সাহাবা পাবলিকেশন্স।
017 8393 7893, 019 5601 2108
sahabapublications@gmail.com

মূল্য ১০০ টাকা

সংকলকের কথা

الحمد لله رب العالمين،

والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى اله واصحابه اجمعين-امابعد

ইসলামী বই-পুস্তকের লেখক বলতে মূলতঃ তাদেরকে বুঝায়, যারা কোরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি কোরআন-হাদীসের সাথে সঙ্গতি রেখে লেখক তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে কোরআন-হাদীসের বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলেন। এই বইটিতে আমার নিজস্ব কোন লেখা নেই বললেই চলে, তাই আমি এই বইটির লেখক নই, সংকলক মাত্র। আর কোরআন-হাদীসের বাণী দ্বারাই বইটি সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং যাদের লেখা বই-পুস্তক থেকে কোরআন হাদীসের বাণীগুলো চয়ন করা হয়েছে, সেই লেখকদের নাম বইয়ের কভারে দেয়া হয়েছে। বাংলাভাষায় সুন্দর সুন্দর এ রকম

দোয়া'র বইয়ের অভাব নেই। তার পরও এই বইটি কেন? মূলতঃ অস্ট্রেলিয়ার কর্মব্যস্ত প্রবাস জীবনে আমার নিজের জন্যই একটি সাজানো গোছানো বইয়ের খুব প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল। কর্মক্ষেত্রে কিংবা বাসে ট্রেনে বহন করা যায় এরকম পকেট সাইজের কোন বই আমার কাছে তখন ছিল না। আর ওখানেতো বাংলা ইসলামী বই-পত্রের কোন দোকান নেই বললেই চলে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বছর ধরে আস্তে আস্তে এই বইটি বই আকারে সংকলিত হয়। এরপর কয়েকটা বই প্রিন্ট করা হয় এবং কয়েকজন বন্ধুকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। হাতে হাতে বইটি অনেক হাতে চলে যায় এবং অন্যান্য দেশেও বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা দেয়। সিডনী এস্তেমা'২০১১ উপলক্ষ্যে বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং বিনামূল্যেই সরবরাহ করা হয়। এরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে বইটি পেতে আরো বেশী ই-মেইল আসতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল মহলে আমার একার পক্ষে বইটি বিনামূল্যে দেয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর পাঠকদের চাহিদা বিবেচনা করে বইটি সকলের হাতে

পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বইটিকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে এবারে বইটিতে মূল্য সংযোজন করা হয়েছে ।

কিছু সংখ্যক পাঠক এই বইটিতে মাসনূন দোয়া ও মোনাজাত সংশ্লিষ্ট কিছু বিশেষ দোয়া এবং পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত দোয়াসমূহও সংযোজন সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। এই বইটির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উহা প্রতিদিনের নেক আমল - ২ ও ৩ নামে ভিন্ন দুটি বইয়ে প্রকাশের আশা রাখছি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেগুলোকেও কবুল করুন। আমীন।

এই বইয়ের সমস্ত আমল যে একজনের করতে হবে, তা কিন্তু নয়; বরং যে আমলটি-ই আপনি করুন না কেন, সেটি যেন নিয়ম মেনে আমৃত্যু করা যায়, সেটাই আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দ। পাঠকদের জন্য বইটিকে সর্বোচ্চ ব্যবহার উপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সূচীপত্র' চতুর্ভূজ আকৃতির বক্স দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঐ বক্সে পেন্সিল দিয়ে আপনার পছন্দমত এক বা একাধিক আমল আপনি টিক (☑) চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করে রাখতে পারেন। এতে আপনার খোঁজাখুজির ঝামেলা কম হবে। সময়ও বেঁচে যাবে।

সময় মহামূল্যবান !! আমাদের শরীরের খাদ্য যেমন ‘‘মাছ-গোস্ত, ভাত-ডাল’’ । ঠিক তেমনি রূহের খাদ্য ‘‘নেক আমল’’ । আমরা আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী দেহটা নিয়ে বা রূপচর্চা করতে গিয়ে যে সময় নষ্ট করি, সেই তুলনায় যে রূহের কোন মৃত্যু-ই নেই, তার খাদ্য (নেক আমল) সংগ্রহে কতটুকু সময় ব্যয় করি -এটাই ভাবার বিষয় । মনে রাখতে হবে, আমাদের দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু রূহের কোন মৃত্যুই নেই । রূহ, এক জগত থেকে অন্য জগতে গমন করে মাত্র ।

পরিশেষে মাওলানা মুফতী মোঃ জাকারিয়া সাহেবের লাল কালির ছোঁয়ায় বইটি সম্পাদিত হয়েছে এবং শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা মুফতী জসীমুদ্দীন সাহেবের লাল ও কালো কালির পরশে বইটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে । এছাড়াও ঘরে এবং বাহিরে বিভিন্নভাবে যারা-ই আমাকে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, আল্লাহ তা’য়ালা যেন তাদের সকলের উপর তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত রাখেন । আমীন ।

মোঃ খায়রুজ্জামান খান হেলাল

খান মঞ্জিল, চালিতা বুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ।

সম্পাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم-امابعد

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতীকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাকে বহুবিধ প্রয়োজনের অধিকারী করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ প্রতি মূহুর্তেই মুখাপেক্ষী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নিয়ামতের সাথে বিপদাপদও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেমন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ভোগ করে, তেমনি বিপদাপদেও আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন দ্বারা সে প্রতি মূহুর্ত পরিবেষ্টিত হয়। এ প্রয়োজন সমূহ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই পূরণ করেন। দুনিয়াতে যেমন প্রয়োজনের অন্ত নেই তেমনি মৃত্যুর পরেও প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। কবর জগতে এবং তৎপরবর্তী জগতে শান্তি ও অশান্তি উভয়টি রয়েছে। যে দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই স্মরণাপন্ন হতে হয়। তিনিই সব প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেন। যাবতীয় দুঃখ কষ্ট তারই সৃষ্টি। বিপদ আপদে তিনিই আপতিত

করেন। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের তিনিই স্রষ্টা ও অধিপতি, তিনিই দানকারী। সূতরাং যে কোন কিছু তার-ই কাছে চাইতে হবে। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মোচন এবং যে কোন বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ লাভে তার-ই দরবারে হাত প্রসারিত করতে হবে। তিনি কোরআনে কারীমে ঘোষণা করেন, اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দিব। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করেছেন। আর যারা দোয়া করেনা তাদের জন্য শাস্তির বাণী উচ্চারণ করেছেন। পূর্বেকার যুগে কেবল নবীগণকে বলা হত দোয়া করুন, আমি কবুল করবো। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে। ইহা উম্মতে মোহাম্মাদীরই বৈশিষ্ট। [ইবনে কাসীর]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই। তিনি আরও বলেন, দোয়া এবাদতের মগজ। অন্যত্র বলেন, দোয়াই

এবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারগ হয়োনা, কেননা দোয়াসহ কেহ ধ্বংস হয়না। মানুষের পার্থিব জীবন দুঃখ-কষ্ট মিশ্রিত এক জীবন। এই জীবনে মানুষকে কতই না সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য হাদিসের বিশাল ভান্ডারে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবস্থার দোয়া বর্ণিত হয়েছে। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন বা উম্মতকে তা'লিম দিয়েছেন বা সাহাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই দোয়াগুলির ওজিফা আদায় করা যেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অভ্যাস (মামুলাত) হয়, তার জীবন ব্যবস্থা বরকতময় ও সহজতর হয় এবং সে আল্লাহ তা'য়ালার অধিক জিকিরকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তবে এসব ওজিফা আদায়ের সৌভাগ্য তখনই হবে, যখন অন্তর থেকে গাফলত দূর হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার মহব্বত সৃষ্টি হবে। এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সংশ্রব ও জিকিরের পাবন্দী জরুরী। গাফেল অন্তরওয়ালার দোয়া-দরূদ মুখস্ত থাকা সত্বেও সময়মতো পড়তে ভুলে যায়। যেমন, খানার

শুরুতে بسم الله (বিসমিল্লাহ) বলতে হবে সবাই জানে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা ভুলে যায়। ফলে খানা বরকতহীন থেকে যায়। এজন্য দৈনন্দিন আমল এস্তেকামাতের (পাবন্দীর) সাথে পূরা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন আমল ছুটে না যায়।

এই বইয়ে জনাব খায়রুজ্জামান খান সাহেব সে সব আমল সমূহের মধ্য থেকে অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ আমল সমূহ সংকলন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার এ মহৎ খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁর বান্দাদেরকে এর দ্বারা লাভবান হওয়ার তওফীক দান করুন। সংকলক ও তার সহযোগী সবার জন্য নাজাতের ওছিলা করুন এবং দ্বীন ইসলামের আরও বেশী বেশী খেদমত করার তওফীক দান করুন। آمين۔واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

১৮.০১.২০১৪

বান্দা মোঃ জাকারিয়া
সাবেক সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা,
ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

তাহাজ্জুদের আগে ও পরের দোয়া

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফজরের সুন্নত শেষে সূরা ফাতেহার আমল

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে দোয়া ও ওযীফা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের আমল

পৃষ্ঠা

প্রথম তাসবীহ // কালেমাসমূহের ফযীলত

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় তাসবীহ // দরূদ শরীফের ফযীলত

পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

তৃতীয় তাসবীহ // এস্তেগফারের ফযীলত

পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

সকাল-বিকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বদা আদায়যোগ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ

সূচীপত্র

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সকালে কোরআন তিলাওয়াতের আমল

পৃষ্ঠা

সন্ধ্যায় কোরআন তিলাওয়াতের আমল

পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

ঘুমের আগে গুরুত্বপূর্ণ ৭ টি আমল

পৃষ্ঠা

১ম অধ্যায়

তাহাজ্জুদের আগে ও পরের দোয়া

তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত

■ ❝ যারা স্বীয় পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে। ❞

[সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৪]

■ ❝ তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকে, তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দান করেছি তা থেকে দান করে। কেউই জানে না তাদের জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে। ❞

[সূরা সাজদা, আয়াত ১৬-১৭]

■ ❝ তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। ❞

[সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৭-১৮]

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকেরা! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। (গরীবদের) আহার করাও এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। তাহলে নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [তিরমিযী]

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজানের রোযার পর সবচেয়ে উত্তম রোযা মহররম মাসের রোযা, আর ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায । [মুসলিম / মুনতাখাব হাদিস]

০১ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের আগে দোয়া।

তাহাজ্জুদ নামাযের আগে ১ বার

■ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন-

তাহাজ্জুদের আগের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ
مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،
وَلِقَاءُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ،
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ
اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ

তাহাজ্জুদের আগের দোয়া

خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি সকল আসমান ও জমিন এবং উহাতে যে সকল মাখলুক আবাদ রয়েছে সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, জমিন আসমান ও উহার মধ্যে অবস্থিত সকল মাখলুকের উপর আপনারই রাজত্ব। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন-আসমানের আলো দানকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন-আসমানের বাদশাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, প্রকৃত অস্তিত্ব আপনারই, আপনার অঙ্গিকার অটল, আপনার সাক্ষাৎ অবশ্যই লাভ হবে, আপনার ফরমান সত্য,

জান্নাতের অস্তিত্ব সত্য, দোযখের অস্তিত্ব সত্য, সমস্ত নবী (আঃ) সত্য, (হযরত) মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য (রাসূল), কেয়ামত অবশ্যই আসবে। হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আপনাকে অন্তর দ্বারা মেনে নিলাম, আপনারই উপর ভরসা করলাম, আপনারই দিকে মনোনিবেশ করলাম, (অস্বিকারকারীদের মধ্য থেকে) যার সাথে বিবাদ করেছি তা আপনারই সাহায্যে করেছি এবং আপনারই দরবারে ফরিয়াদ পেশ করেছি, অতএব এ যাবত আমার সকল কৃত পাপ আর যা পরে করব, আর যে গুনাহ আমি গোপনে করেছি, আর যা প্রকাশ্যে করেছি ক্ষমা করে দিন । আপনিই তৌফিক দান করে দ্বীনি আমলের দিকে অগ্রগামী করেন। আপনিই তৌফিক ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চাদগামী করেন।আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, নেক কাজ করার শক্তি আর বদ কাজ থেকে বাঁচার শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। [বোখারী]

তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ব্যক্তি, যদি ঘুমের আধিক্যের কারণে চোখ না খোলে, তবুও সে তাহাজ্জুদের সওয়াব পেয়ে যায়। [নাসাঈ]

০২

তাহাজ্জুদ নামায শেষ করে দোয়া।

তাহাজ্জুদ নামায শেষে ১ বার

■ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায শেষ করার পর এই দোয়া পাঠ করতে আমি শুনেছি -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِىْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِىْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ، وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ، وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ، وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفَتِىْ، وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ - اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا

তাহাজ্জুদের পরের দোয়া

وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا
شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ-
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ
وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ
عَلَى الْاَعْدَاءِ- اَللّٰهُمَ اِنِّىْ اُنْزِلُ بِكَ
حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَأْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِى
افْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِىَ
الْاُمُوْرِ وَيَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ
بَيْنَ الْبُحُوْرِ، اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ
السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ

তাহাজ্জুদের পরের দোয়া

الْقُبُوْرِ- اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِالرَّشِيْدِ، اَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، اَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ وَاِنَّكَ تَفْعَلُ مَا

সূচীপত্র

تُرِيْدُ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ
ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ
وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ
وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ- اَللّٰهُمَّ هٰذَا
الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ
وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا
فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا مِنْ
بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ، وَنُوْرًا عَنْ
يَمِيْنِىْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ ، وَنُوْرًا مِنْ
فَوْقِىْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ، وَنُوْرًا فِىْ

তাহাজ্জুদের পরের দোয়া

سَمْعِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ - اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَاَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ •

অর্থঃ **হে আল্লাহ,** আমি আপনার কাছে আপনার খাস রহমত প্রার্থনা করছি, যা দ্বারা আপনি আমার দিলকে হেদায়াত নসীব করুন, আমার কাজকে সহজ করে দিন, আমার পেরেশানী দূর করে দিন, আমার অনুপস্থিত বিষয়গুলিকে তত্ত্বাবধান করুন, আমার উপস্থিত বিষয়াদিতে উন্নতি ও সম্মান দান করুন, আমার আমলকে (শিরক ও রিয়া হইতে) পাক করে দিন, আমার অন্তরে এমন কথা ঢেলে দিন যা আমার জন্য সঠিক ও উপযোগী, আমি যা ভালবাসি আমাকে তা দান করুন, এবং উক্ত রহমত দ্বারা আমাকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। **হে আল্লাহ,** আমাকে এমন ঈমান ও একীন নসীব করুন যার পর আর কোন প্রকার কুফর না থাকে এবং আমাকে এমন রহমত দান করুন যা দ্বারা আমার দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার পক্ষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক স্থান লাভ হয়। **হে আল্লাহ,** আমি আপনার কাছে ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা, শহীদদের ন্যায় মেহমানদারী, ভাগ্যবানদের ন্যায় জীবন এবং শত্রুর মোকাবিলায়

আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। **হে আল্লাহ,** আমি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন পেশ করছি, যদিও আমার বুদ্ধি অপূর্ণ ও আমার আমল দুর্বল, আমি আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে কার্যসম্পাদনকারী ও অন্তরসমূহের শেফাদানকারী, আপনি যেমন আপন কুদরত দ্বারা সমুদ্রগুলি পৃথক করে রাখেন একটিকে অপরটি থেকে (লোনাকে মিষ্টি থেকে এবং মিষ্টিকে লোনা থেকে), তেমনি আমাকে দূরে রাখুন দোযখের আযাব হতে যা দেখে মানুষ হায় হায় করতে আরম্ভ করে এবং আমাকে দূরে রাখুন কবরের আযাব থেকে। **হে আল্লাহ,** যে কল্যাণ পর্যন্ত আমার জ্ঞান বুদ্ধি পৌঁছতে পারেনি এবং আমার আমল উহা অর্জন করতে দুর্বল এবং আমার নিয়তও সে পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং আমি আপনার কাছে সেই কল্যাণ সম্পর্কে আবেদনও করিনি, যাহা আপনি আপনার মাখলুক হতে কোন বান্দার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন অথবা এমন কোন কল্যাণ যা আপনি আপনার কোন বান্দাকে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন, আমিও আপনার কাছে

আপনার রহমতের উছিলায় সেই কল্যাণ প্রত্যাশা করি হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা । **হে আল্লাহ,** আপনি দৃঢ় অঙ্গীকারকারী ও নেক কাজের মালিক, আমি আপনার কাছে শাস্তির দিনে নিরাপত্তা ও কেয়ামতের দিন ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গী হয়ে জান্নাত প্রার্থনা করছি যারা আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত, আপনার দরবারে উপস্থিত, রুকু সেজদায় পড়িয়া থাকে, অঙ্গীকারকে পালন করে । নিশ্চয় আপনি বড় মেহেরবান ও অত্যন্ত মহব্বত করনেওয়ালা এবং নিশ্চয় আপনি যা চান তা-ই করেন । **হে আল্লাহ,** আমাদেরকে অন্যদের জন্য হেদায়েতের পথ প্রদর্শক ও নিজেদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন, আমরা যেন নিজেরা পথভ্রষ্ট ও অন্যদের জন্য পথভ্রষ্টকারী না হই । আপনার ওলীদের সাথে আমরা যেন সন্ধিকারী এবং আপনার দুশমনদের যেন দুশমন হই । যে আপনার সাথে মহব্বত রাখে তার সাথে আপনার মহব্বতের কারণে যেন মহব্বত করি, আর যে আপনার বিরোধিতা করে তার সাথে আপনার শত্রুতার কারণে যেন শত্রুতা

করি। **হে আল্লাহ,** এই দোয়া করা আমার কাজ আর কবুল করা আপনার কাজ, ইহা আমার প্রচেষ্টা এবং আপনার সত্তার উপর ভরসা রাখি। **হে আল্লাহ,** দান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার কবরে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার লোমে নূর, আমার ত্বকে নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার অস্থিতে নূর। **হে আল্লাহ,** আমার নূরকে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূর দান করুন, আমার জন্য নূর নির্ধারীত করে দিন। পবিত্র সেই সত্তা ইজ্জত যার চাদর এবং তার ফরমান সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা মহিমা ও মহত্ব যার পোশাক ও তাঁর দান। পবিত্র সেই সত্তা যার শানই একমাত্র দোষ হতে পাক হওয়ার উপযুক্ত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মালিক। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অত্যন্ত মহিমাময় সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি অতীব মর্যাদা ও দয়ার মালিক। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

ফজরের সুন্নত শেষে আমল

সূরা ফাতেহার মাহাত্ম্য ও ফযীলত

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তার শপথ করে বলছি, সূরা ফাতেহার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর এবং স্বয়ং কোরআনের মধ্যেও নেই।

[মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে আহমদ/ ইবনে কাসীর]

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ফাতেহা **প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ**। [তিরমিযী]

■ হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সূরা ফাতেহার মধ্যে **যাবতীয় রোগের শেফা** রয়েছে। [দারামী ২/৫৩৮, মুনতাখাব হাদীস]

■ কেউ দাঁত, মাথা কিংবা পেট ব্যথায় আক্রান্ত হলে সূরা ফাতেহা **০৭** বার পাঠ করে উক্ত ব্যক্তির উপর দম (ফুঁ) করলে রোগীর দাঁত, মাথা কিংবা পেট ব্যথা ভালো হবে। [মাযাহেরে হক / ফাযায়েলে আমাল]

০১

ফজরের সুন্নত শেষে সূরা ফাতেহার আমল

সুন্নত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ২১/৪১ বার

০১. নিয়মিত ফজরের সুন্নত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে **২১ বার** বিসমিল্লাহ'র সাথে প্রথম আয়াত মিলিয়ে ["বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন"] সূরা ফাতেহা পাঠ করলে

❒ সে দরিদ্র হলে অর্থশালী হবে।
❒ ঋণগ্রস্থ থাকলে ঋণমুক্ত হবে।
❒ দুর্বল থাকলে শক্তিশালী হবে।
❒ সকলের অনুরক্ত ও ভক্তিভাজন হবে।
❒ শত্রুর চোখে ভয়ঙ্কর ও বন্ধুর নিকট প্রিয় হবে।

[মাসআলা ও মাসায়েল]

উক্ত নিয়মে ৪০ দিনের মধ্যে কোন দিন বাদ না দিলে

❒ সে হারানো চাকরি ফিরে পাবে।

❒ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সন্তান লাভ করবে।

০২. কেউ নিয়মিত ফজরের সুন্নত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে **৪১ বার** সূরা ফাতেহা বিসমিল্লাহ'র সাথে প্রথম আয়াত মিলিয়ে ["বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন"] পড়লে

❒ সে যে উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, উহা হাসিল হবে।

❒ উহা পানিতে দম করে যে কোন রোগী কিংবা যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে পান করালে, উক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করবে। [মাযাহেরে হক / ফাযায়েলে আমাল]

সূরা ফাতেহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ اَلرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ

وَاِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝٧

অর্থঃ পরম করুণাময় ও
অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু (করছি)।

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র আপনারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখান, (৬) সেই সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে আমল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব

■ ❝ যারা তাদের নামাযের সংরক্ষণ করে, তারা জান্নাতে অশেষ সম্মানের অধিকারী হবে। ❞

[সূরা মা'আরিজঃ আয়াত ৩৪-৩৫]

■ হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, **আল্লাহ তায়ালা বলেন,** আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করে আমার নিকট আসবে, **আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব**। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে নাই, তার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই।

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

জামাতে নামায আদায়ের ফযীলত

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জামাতে নামায আদায় করা একা নামায আদায় করার চেয়ে সওয়াবের ক্ষেত্রে **২৭ গুন বেশী** ।

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, **মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন** হইল এশা ও ফজরের নামায । [মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যে এশার নামায জামাতে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত এবাদত করল, আর যে ফজরের নামাযও জামাতের সাথে আদায় করল, **সে যেন সারারাত এবাদত করল** ।

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

০১

নামায শেষে এস্তেগফার

এস্তেগফার ৩ বার এবং দোয়াটি ১বার

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর নামায শেষ করে ‘‘তিন বার এস্তেগফার করতেন’’ এবং বলতেন, ‘‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়ামিনকাসসালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’’। [মুসলিম, আবু দাউদ]

■ মুসলিম শরীফের এক বর্ণনাকারী ওয়ালীদ (রহঃ) বলেন, আমি আওযায়ী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে এস্তেগফার করতেন? তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ‘আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ।’

০২

স্মরণ রাখুন ■ শুক্রবার আসরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে ওঠার আগেই বিশেষ দরূদ ■ পৃষ্ঠা ১৩৬

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ [৩ বার]

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ [১ বার]

السَّلَامُ تَبَرَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই শান্তি। হে প্রবল প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত, তুমি বরকতময়।

নামায শেষে এস্তেগফার ও তওবার গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পর্যালোচনায় নামায ইত্যাদি এবাদত সমূহের দ্বারা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে থাকে; কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এই জন্য নামায আদায়ের সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে তওবা ও এস্তেগফার করা চাই। ইহা হতে গাফেল হওয়া উচিৎ নয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি আপন দয়া ও অনুগ্রহে কাহারো কবীরা গোনাহও মাফ করে দেন, তবে ভিন্ন কথা। [ফাযায়েলে আমাল]

সূচীপত্র

ফরয নামাযের পরে সুন্নত থাকলে, তা না পড়ে লম্বা বিরতি দেয়া মাকরূহ।

■ ইবনে নুমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামাযে সালাম ফিরানোর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততটুকু সময় বসতেন, "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাসসালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" এই দোয়াটা পড়তে যতটুকু সময় লাগে। [মুসলিম]

❐ যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নত নামায আছে, যেমনঃ যোহর, মাগরিব ও এশা এই সকল ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পর, সুন্নত না পড়ে লম্বা বিরতি দেয়া মাকরূহ। সূতরাং, এই ছোট্ট বিরতিতে পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত এস্তেগফার ও দোয়া কিংবা

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

এ রকম ছোট যে কোন দোয়াও পড়ে নেয়া যাবে। এরপর, অন্যান্য বড় বড় দোয়া কিংবা ওযীফাগুলো সুন্নত নামায শেষ করে শুরু করতে হবে। কারণ, সুন্নত নামায শেষ না করে বড় বড় দোয়া ও ওযীফায় মশগুল হলে সুন্নত নামাযের সওয়াব হ্রাস পাবে। তবে, যে সকল ফরয নামাযের পরে সুন্নত নেই, যেমনঃ ফজর ও আসর এসকল ফরয নামায শেষ করে এ অধ্যায়ে বর্ণিত সকল দোয়া এবং ওযীফা এক এক করে পড়ে নেয়া যাবে। [নূরুল ঈমান (১ম খন্ড)]

০৩

নামায শেষে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ ঘোষণা এবং প্রশংসামূলক দোয়া।

প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার

■ মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) এর কাতিব (সেক্রেটারী) ওয়াররাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) আমাকে দিয়ে মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পাঠ করতেন,

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। সমগ্র রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা কেউ রুখতে পারে না, আর আপনি যা দান করেন না, তা কেউ দিতে পারে না। আর কোন ধনীর ধন তাকে আপনার পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। [বুখারী]

[ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েতে উপরোক্ত দোয়াটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।]

০৪

উত্তম আমল ও আখলাকের জন্য দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার

■ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি, নামায শেষ করে তাঁকে এই দোয়া পাঠ করতে শুনেছি-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا ، اَللّٰهُمَّ وَانْعَشْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহ মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে উন্নতি দান করুন, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দিন, আমাকে উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের তৌফিক নসীব

করুন। কারণ, উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের প্রতি হেদায়াত আপনি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না এবং খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক আপনি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারে না।

[তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

০৫ এবাদত বন্দেগীতে সাহায্য চেয়ে দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার

■ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বলেছেন, হে মুয়ায, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি মহব্বত করি। এরপর বললেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, কোন নামাযের পর এই দোয়া পড়া ছেড়ে দিও না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى

ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও সুষ্ঠু ইবাদাতে সাহায্য কর।

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

০৬

সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমপরিমাণ পাপ হলেও মাফ পাওয়ার আমল

প্রতি নামাযের পর (৩৩+৩৩+৩৩+১) = ১০০

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের পর যে ব্যক্তি

- سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার এবং
- اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৩ বার পাঠ করে,

এতে মোট ৯৯ বার হয়। আর যদি ০১ বার পাঠ করে,

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। সমগ্র রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

তবে ১০০ বার পূর্ণ হয়। কেউ এরুপ পাঠ করলে তার পাপ যদি সমূদ্রের ফেনা সমান হয়, তবুও মাফ হয়ে যায়।

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখ্য, অন্য রেওয়ায়েতে

- সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার,
- আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, এবং
- আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করার কথাও বর্ণিত আছে।

০৭ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

প্রত্যেক ফজর ও মাগরিব নামাযের পর ৭ বার

■ হযরত মুসলিম ইবনে হারেস তামীমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে-চুপে বলেছেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায শেষ কর, তখন এই দোয়া সাত (৭) বার পড়ে নিও-

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমাকে দোযখ থেকে নিরাপদে রেখো ।

যদি তুমি উহা পাঠ কর, আর ঐ রাতেই তোমার মৃত্যু এসে যায়, তবে দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে । যদি ফজরের নামাযের পরও এই দোয়া ৭ বার পাঠ কর, আর ঐ দিনেই তোমার মৃত্যু এসে যায়, তবে দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে । [আবু দাঊদ / মুনতাখাব হাদীস]

৭০ বার আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি লাভ করার আমল

নামাযের পর নিম্নোক্ত প্রতিটি বিষয় ১ বার।

■ ইমাম বগভী (রহঃ) তাঁর নিজস্ব সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন **আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,** যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর

❍ সূরা ফাতিহা [পৃষ্ঠা ৬০]

❍ আয়াতুল কুরসী [পৃষ্ঠা ৬২]

❍ সূরা আল ইমরানের
شهد الله আয়াত শেষ পর্যন্ত [পৃষ্ঠা ৬৫]

❍ এবং قل اللهم আয়াত
بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, [পৃষ্ঠা ৬৭]

❒ আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দিব।

❒ আমার সকাশে (কাছাকাছি) স্থান দিব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে আমল

- দৈনিক ৭০ বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিব।
- তার ৭০টি প্রয়োজন মিটিয়ে দিব।
- শত্রুর কবল থেকে তাকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী করব। [মা'আরেফুল কুরআন]

সূরা ফাতেহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ۝١ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অর্থঃ (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

০৯ মৃত্যুর পরেই জান্নাতে যাওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' ১ বার

■ হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।'

অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।
[তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস, নাসাঈ / মা'রেফুল কোরআন]

■ হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে, সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাযতে থাকে। [তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

আয়াতুল কুরসী [সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৫]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ

وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ۝

অর্থঃ (২৫৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

[আয়াতুল কুরসী পাঠের অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৬৮**]

১০

৭০টি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল

প্রতি নামাযের পর নিম্নোক্ত প্রতিটি বিষয় ১ বার

■ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর

- আয়াতুল কুরসী [পৃষ্ঠা ৬২]
- شهد الله আয়াত এবং [পৃষ্ঠা ৬৫]
- قل اللّٰهم আয়াত بغير حساب
  পর্যন্ত পাঠ করে, [পৃষ্ঠা ৬৭]

❒ আল্লাহ তা'য়ালা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন।

❒ এ ছাড়া তিনি তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাবেন। তম্মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হবে মাগফিরাত বা আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা।

[রূহুল মা'আনী ২/১৪৪, মা'আরেফুল কুরআন]

সূরা আল ইমরান [আয়াত ১৮-১৯]

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

অর্থ ঃ (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ

জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিৎ যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

১১ কর্জ শোধ ও শত্রু দমনের আমল

আয়াতদ্বয় প্রত্যেক নামাযের পর কমপক্ষে ১ বার
অথবা, ফজর ও মাগরিবের পর ৭ বার

■ পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, হযরত মুয়ায (রাঃ) ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুতেই ঋণ পরিশোধ করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মরণাপন্ন হলেন।

তিনি মুয়ায (রাঃ)-কে পরবর্তী আয়াতে কারীমা দুইটি পড়তে উপদেশ দিলেন। হযরত মুয়ায (রাঃ) এই আয়াত দুটির বরকতে শীঘ্রই ঋণমুক্ত হলেন।

■ **প্রত্যেক নামাযের পর** ও **শয়নকালে** নিম্নোক্ত আয়াত দুটি বহুবার পড়লে উপার্জন বৃদ্ধি, সৌভাগ্যশালী ও দারিদ্রতা দূর হয়।

■ **ফজর** ও **মাগরিবের পর** নিম্নোক্ত আয়াত দুটি সাত (৭) বার করে পড়লে আল্লাহর রহমতে কর্জ শোধ ও শত্রু দমন হবে। [আমলে নাজাত]

সূরা আল ইমরান [আয়াত ২৬-২৭]

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

অর্থঃ (২৬) (হে রাসূল) বলুন, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা সাময়িক রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সাময়িক রাজত্ব কেড়ে নেন, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। প্রকৃত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয় আপনি সৃষ্ট সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (২৭) আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন, আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। আপনি জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন এবং আপনিই যাকে ইচ্ছা , অগণিত রিজিক দান করেন।

১২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও তাঁকে স্বপ্নে দেখার আমল

প্রতি নামাযের পর ১ বার/৭ বার /রোজ ৪১ বার

সূরা তাওবার সর্বশেষ দু'টি আয়াত

[আয়াত : ১২৮-১২৯]

لَقَدْ جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَئُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۟○

অর্থঃ (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁহার

নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

■ প্রত্যেক **ফরয নামাযের পর আয়াতদ্বয় ১ বার** পড়লে, কেয়ামতের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত লাভ করবে।

■ প্রত্যেক **ফরয নামায শেষে উহা ৭ বার** পড়লে, ▌সে দুর্বল হলে বলবান হবে ▌লাঞ্চিত থাকলে সম্মানিত হবে ▌ পরাজিত থাকলে পরাক্রান্ত হবে। ▌দরিদ্র থাকলে ধনবান হবে ▌ বিপদগ্রস্থ থাকলে বিপদমুক্ত হবে ▌ তার অপমৃত্যু হবেনা ▌ তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে [দেখুন পৃষ্ঠা ১৯৬] । ▌তার সকল কাজ সহজসাধ্য হবে ▌ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ না হয়ে পারবে না। [আবু দাউদ]

■ **প্রতিদিন ৪১ বার করে** পড়লে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ হবে ।

[মাসআলা ও মাসায়েল]

সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা // আবুল কাসেম খাফফাফ (রহঃ) বলেন, একদিন শিবলী (রহঃ) শায়খ আবুবকর ইবনে মুজাহিদের মসজিদে উপস্থিত হলেন । শায়খ আবু বকর (রহঃ) তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন । এতদ্দর্শনে তার শিষ্যগণ বললেন, যখন উজির সাহেব আগমন করেন তখনতো আপনি তার সম্মানার্থে দাঁড়ান না, অথচ এখন শিবলী (রহঃ) এর জন্য দাঁড়ালেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাকে সম্মান প্রদর্শন করা কি আমার উচিৎ নয়? আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বললেন, " হে আবুবকর! আগামীকল্য তোমার নিকট একজন বেহেশতী আসবে, সে আসলে তাকে সম্মান প্রদর্শন করো ।"

এর দু'তিন দিন পর আবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, তুমি যেমন একজন বেহেশতীকে সম্মান প্রদর্শন করেছ তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে সম্মানীত করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শিবলী (রহঃ) এর এই সম্মান লাভ হলো কিভাবে? তিনি বললেন, যেহেতু সে পাঁচ (৫) ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর লাক্বাদ জা আকুম রাসূলুম মিন আনফুছিকুম.......... এই আয়াতদ্বয় পাঠ করার পরে, তিন (৩) বার বলে

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَبَارَكَ يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

এই আমল সে ৮০ বছর যাবত করে আসছে। যে ব্যক্তি এরূপ করেন তাকে কি আমি সম্মান প্রদর্শন করব না? ❞

[এটা হাফেজ আবু মুসা ইবনে বিশকাওয়াল এবং আবদুল গনি ইবনে সাঈদ বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেন / মাসিক মদীনা, মার্চ ২০০৯ সংখ্যা]

১৩

জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ এবং যে কোন হুরকে বিয়ে করার আমল

প্রতি ফরয নামাযের পর সূরা এখলাস ১০ বার

■ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কাজ এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলো সম্পাদন করে, সে জান্নাতের দরজা গুলোর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে এবং জান্নাতের যে কোন হূরের সাথে ইচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

[এক] যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়,
[দুই] নিজের গোপনীয় ঋণ পরিশোধ করে এবং
[তিন] প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দশ (১০) বার
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করে।

তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই তিনটি কাজের **যে কোন একটি যদি কেউ করে?**

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি করলেও একই রকম সম্মান সে লাভ করবে। [দুররে মানসুর ৮/৬৭৩, ইবনে কাসীর]

যে কোন সময় সূরা এখলাস ১০ বার পড়লে
জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়

■ হযরত মুআজ ইবনে আনাস আল জুহানি (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেহ যদি ১০ বার সূরা এখলাস পাঠ করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে তো আমি অনেক বেশী পরিমাণে পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী ও উত্তম সওয়াব দানকারী।

[মুসনাদে আহমদ, ইবনে কাসীর]

[সূরা ইখলাসের আরো ১০টি ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৩৭**]

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ ﴿٥﴾
وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থঃ (১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

১৪ সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আমল

সূরা এখলাস ১বার, ফালাক ১বার ও নাস ১বার

■ **প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১ বার** করে সূরা এখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়া মোস্তাহাব। [নূরুল ঈমান]

■ উক্ত সূরাগুলো **সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিটি ৩ বার**।

[বিস্তারীত দেখুন পৃষ্ঠা **১৬৫**]

■ হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।

[আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ]

সূরা তিনটির বিশেষ মর্যাদা

■ গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি সূরা (সূরা এখলাস, ফালাক্ব ও নাস) তওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও কোরআন প্রতিটি কিতাবেই নাযিল হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

সূরা ফালাক ও নাসের বিশেষ ফযীলত

■ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগে আক্রান্ত হলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। [মারেফুল কোরআন]

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন ও মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এই

দু'টি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই সূরা দু'টিকে গ্রহণ করেন এবং বাকী সব ছেড়ে দেন ।

[তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ / ইবনে কাসীর]

সূরা ফালাক্ব

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

অর্থঃ (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে ।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۙ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۝٤ الْخَنَّاسِ ۙ۝٥ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

অর্থঃ (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মাবুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে ।

[এই সূরাগুলোর সকাল সন্ধ্যার আমল দেখুন পৃষ্ঠা **১৬৫**]
[এবং সূরাগুলোর ঘুমের আগে আমল দেখুন পৃষ্ঠা **২৭৮**]

১৫

যে আমলে পাঠকারীর রূহ নবী এবং সিদ্দিকীনদের মত বের করা হবে

প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ১০ বার

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর ১০ বার দরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে [০১] **সে ব্যক্তির রূহ নবী এবং সিদ্দিকীনদের মত বের করা হবে।** [০২] পুলসিরাত অতিক্রম তার জন্য সহজ হবে। [০৩] হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করায় তাকে সাহায্য করা হবে। [০৪] ফেরেশতাগণ সিজদাবনত: হয়ে তার জন্য সুপারিশ করবে। [০৫] অত:পর তাকে জান্নাকে প্রবেশ করানো হবে।

[জারিয়াতুল উসূল / আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

দরূদে ইবরাহীম

■ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার ও আপনার

পরিবারবর্গের উপর কিভাবে দরূদ পাঠাব? আল্লাহ তায়ালা সালাম পাঠানোর নিয়মতো (আপনার দ্বারা) আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাশাহুদে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهٗ

বলিয়া আমরা সালাম পাঠাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এইভাবে বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থঃ হে আল্লাহ, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত কর, যেমন রহমত করেছ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উপর ও তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণকে বরকত দান কর, যেমন বরকত দান করেছ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণকে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।

[বোখারী/মুনতাখাব হাদীস]

১৬

যৌন রোগ থেকে হেফাযতের আমল

প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ১১ বার

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামায শেষে এগার বার পড়বে

يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ

অর্থঃ হে রাজাধিরাজ হে পবিত্রময়।

আল্লাহ তায়ালা তাকে লজ্জাস্থানের (যৌন) বিভিন্ন রোগ থেকে হেফাজত করবেন। [আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

মুনকির নাকিরের প্রশ্নের জবাব দিতে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য পাওয়ার আমল

ফজরের নামাযের পর ১০০ বার

- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে ১০০ বার পড়বে,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

- আল্লাহ তায়ালা তার রিযিকের পেরেশানী দূর করে দিবেন।
- যাহেরী বাতেনী স্বচ্ছলতা দান করবেন।
- জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন এবং
- **কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানে সহযোগিতা করবেন।** [আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

১৮

কাপুরুষতা, বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা থেকে হেফাযতের দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার

■ প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি একবার (১ বার) পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট অকর্মন্য বয়স [অতি বার্ধক্য] হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট দুনিয়ার ফেতনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। [হিসনে হাসীন]

জাহান্নাম, কবর আযাব, জীবন-মরণ ফেতনা ও দাজ্জাল থেকে রক্ষার দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার

■ প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি একবার (১ বার) পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মরণের ফেতনা থেকে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে ।

[হিসনে হাসীন]

২০

ঋণগ্রস্থ না হওয়ার আমল (দরূদ)

প্রত্যেক যোহরের নামাযের পর ১০০ বার

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন যোহরের নামাযের পর একশত বার পড়বে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

সে ব্যক্তি কখনো ঋণগ্রস্থ হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর গায়েবী খাজানা থেকে তার ঋণ আদায় করে দিবেন। [আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

২১

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ৫টি তাসবীহ

প্রতি নামাযের পর নির্ধারীত তাসবীহ ১০০ বার

■ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর অপর পৃষ্ঠার তাসবীহ পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে তার ইহ-পারলৌকিক সব রকম কল্যাণ অবধারিত-ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে আমল

❒ **ফজরের** নামায শেষে ১০০ বার।

هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ [তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী]

❒ **যোহরের** নামায শেষে ১০০ বার

هُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ [তিনি মহীয়ান গরীয়ান]

❒ **আছরের** নামায শেষে ১০০ বার।

هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ [তিনি দয়ালু ও করুণাময়]

❒ **মাগরিবের** নামায শেষে ১০০ বার।

هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ [তিনি পাপ মার্জনাকারী ও কৃপাময়]

❒ **এশার** নামায শেষে ১০০ বার।

هُوَاللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ [তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ]

৩য় অধ্যায়-১ম পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের আমল

■ ❝ ......আর আপনার পালনকর্তার প্রসংশা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন **সূর্যোদয়ের পূর্বে** এবং **সূর্যাস্তের পূর্বে** ....❞ [সূরা ত্বোহা ঃ আয়াত ১৩০]

■ ❝ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **ফজরের নামায আদায়ের পর** হাঁটু মুড়ে বসতেন এবং **সূর্য ভালোভাবে উদয় হওয়া পর্যন্ত** এভাবে থাকতেন। ❞

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ ❝ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পযর্ন্ত** আমি আল্লাহর জিকিরকারী জামাতের সাথে বসে থাকব। এই আমল আমার নিকট হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য হতে ৪ জন গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। একইভাবে **আছরের নামাযের**

পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরকারী জামাতের সাথে বসে থাকা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য হতে ৪ জন গোলাম আযাদ করার চেয়ে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। ❞ [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ ❝ হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি **ফজরের নামাযের পর হতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত** আল্লাহর জিকির, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব (আল্লাহু আকবার), তাঁহার প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) ও তাঁহার পবিত্রতা (সুবহানাল্লাহ) বর্ণনা করি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পাঠ করি। এই এবাদত আমার কাছে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য থেকে ২টি বা তার অধিক গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। **আছরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত** একই রকম এবাদত আমার কাছে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য থেকে ৪টি গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।❞

[মোসনাদে আহমাদ / মুনতাখাব হাদীস]

পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত কোরআনের আয়াত এবং হাদীস সমূহ মনোযোগ সহকারে পড়ার পর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরপর্ব সমূহে মনোনিবেশ করি। সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আমলের গুরুত্ব অনুযায়ী কখন কোন আমল করা উচিৎ, এ সম্পর্কে এখানে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-০১ ❒ পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত কোরআন-হাদীসের বর্ণনাসমূহ কোন কোন সময়ের প্রতি ইশারা করেছে?

উত্তর ▌ [১] ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য ভালোভাবে উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং [২] আছরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

প্রশ্ন-০২ ❒ উক্ত সময়ে কি কি আমলের জন্য বলা হয়েছে?

উত্তর ▌ কোরআনের আয়াত এবং ২য় হাদীসের পর্যালোচনায় তাসবীহ পাঠ করার জন্য বলা হয়েছে। এবং ১ম হাদীসটির আলোকে জিকিরকারী জামাতের সাথে বসে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-০৩ ❒ আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমলগুলি করতেন কি ?

উত্তর ▌ লক্ষ্যণীয়, হাদীস সমূহে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ফযীলত বর্ণনা করে অন্যদেরকে উক্ত আমলে উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-০৪ ❒ 'জিকিরকারী জামাত'-কাদেরকে বুঝায়?

উত্তর ▌ জিকির অর্থ আল্লাহর স্মরণ। "জিকিরের জামাত" বা "জিকিরের মজলিস" বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সমবেত যে কোন মজলিসকেই বুঝানো যায়। যেখানে আলোচিত হয় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, তাঁর হুকুম-আহকাম বা আদেশ-নিষেধ, আখেরাতের কথা, জান্নাত-জাহান্নামের কথা কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা। অর্থাৎ, এটা হতে পারে কোনো হাক্কানী আলেমের দ্বীনি মজলিস, তাবলীগের মজলিস, ওয়াজ-মাহফিলের মজলিস, বা হাক্কানী পীর-ওলী-আউলিয়ার মজলিস।

প্রশ্ন-০৫ ❒ ১ম হাদীসের আলোকে ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিংবা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে জিকিরের মজলিসে বসার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ২য় হাদীসটি অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার কালেমাগুলি পাঠ করতেন।

এখানে প্রশ্ন হল, উক্ত সময়ে আমি যদি কোন দ্বীনি মজলিস পাই, সেখানে অংশগ্রহণ করবো নাকি একা একা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠ করা উক্ত কালেমাগুলি পাঠ করবো, কোনটি উত্তম?

উত্তর ▌ ❝হযরত আবু রাজিন (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি দ্বীনের মৌলিক কথাগুলো তোমাদেরকে বলবো না? তোমরা সে সবের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শোন, আল্লাহর জিকিরকারীদের মজলিসে বসো। একা

থাকার সময়ে আল্লাহর জিকির দ্বারা জিহ্বাকে যথাসম্ভব সিক্ত রাখ। ❞ [বায়হাকী, / মুনতাখাব হাদীস]

❝ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের বাগানে গমন করলে সেখানে ভালোভাবে বিচরণ কর। সাহাবাগণ আরজ করলেন, জান্নাতের বাগান কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জিকিরের মজলিস'।❞

[তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

এখানে, প্রথম হাদিসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য জিকিরের মজলিসেই আগে বসতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: জিকিরের মজলিস না পেলে একা থাকলে জিকির দ্বারা জিহ্বাকে সিক্ত রাখতে বলা হয়েছে। সূতরাং, আলোচ্য সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে জিকিরের মসলিসে বসাই উত্তম। অন্যথায়, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

এবং আল্লাহু আকবার বা অন্য যে কোন তাসবীহ পাঠের দ্বারা জিহ্বাকে সিক্ত রাখাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-০৬ ❐ একা জিকির করা অপেক্ষা জিকিরকারী জামাতের সাথে অংশগ্রহণ করা কতবেশী উত্তম?

উত্তর ▌ ❝ হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, তাদের মধ্যে কে বেশী উত্তম? একজন ছিল আলেম, ফরজ নামায আদায়ের পর সে লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে বসত। অন্যজন সারাদিন রোযা রাখত এবং সারারাত এবাদত করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মর্যাদা দ্বিতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ, আবেদের উপর ঠিক তেমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে নিম্ম মর্যাদার ব্যক্তির উপর। ❞ [দারেমী / মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখিত হাদীসের উদাহরণ অনুযায়ী জিকিরের মজলিসে **যিনি এলেম দান করেন** তার মর্যাদা

সারাদিন রোযা এবং সারারাত এবাদতকারীর চেয়েও কতই না উত্তম। আর উক্ত মজলিসে **যারা এলেম অর্জন করেন** তাদের প্রাপ্য সম্পর্কে এখানে আরেকটি হাদিস উপস্থাপন করা হল-

❝ হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু জর! তুমি যদি সকালে কোরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে তাহা একশত রাকাত নফল নামাযের চেয়ে তোমার জন্য উত্তম হবে। যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই তার উপর আমল করা হোক বা না হোক তবে সেটা এক হাজার রাকাত নফল নামাযের চেয়ে উত্তম হবে।❞ [ইবনে মাজা / মুনতাখাব হাদীস]

শুধু তাই নয়, জিকিরের মসলিসে অংশগ্রহনকারী সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এমনকি তাদের পাপসমূহও পূণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমনঃ
❝ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যেসব লোক আল্লাহর জিকিরের জন্য সমবেত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। আসমান থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করে, ক্ষমাপ্রাপ্তির সাথে উঠে যাও। তোমাদের পাপসমূহ পূণ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে।" [তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

প্রশ্ন-০৭ ❐ উক্ত সময়ে তথা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে কোরআন তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তর ▌রাত-দিন ২৪ ঘন্টার যে কোন সময় কোরআন তিলাওয়াত করা যায়। তবে কোরআন এবং হাদীসের পর্যালোচনায় বিজ্ঞ আলেমগণের মতামত এই যে,

১. **সূর্যোদয়** (ফজরের নামাযের সর্বশেষ সময় থেকে আনুমানিক ২০-২৩ মিনিট সময় পর্যন্ত।)

২. **দ্বিপ্রহর** (প্রতিদিন সোবহে সাদেকের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতটুকু সময় হয়, তার প্রথমার্ধের শেষে এই দ্বিহপ্রহর হয়ে থাকে। সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকে। ইহা আনুমানিক ২০-২৩ মিনিট।)

৩. সূর্যাস্ত (সূর্যের রঙ ফ্যাকাসে হওয়া থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। এটা মাগরিবের ওয়াক্তের পূর্বের আনুমানিক ২০-২৩ মিনিট পর্যন্ত।)

▌এই ৩টি সময়ে কোরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ নয়।

▌**তবে,** কোরআন তিলাওয়াতের চেয়ে যিকির কিংবা দরূদে মশগুল থাকাই উত্তম। [দুররে মোখতার/নূরুল ঈমান]

▌**কিন্তু,** উক্ত সময়ে নামায নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি ঐ দিনের আসরের নামায না পড়ে থাকে তার জন্য ঐ আসরের নামায পড়া জায়েয। যদিও হাদীসে একে মুনাফিকের নামায বলা হয়েছে। [উমদাতুল-ফিকহ]

প্রশ্ন-০৮ ❒ কোরআন তিলাওয়াত করা কখন উত্তম?

উত্তর ▌ ❝ **সকাল-সন্ধ্যায়** তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, বিনয়, ভয় এবং নীচু স্বরে (কোরআন এবং তাসবীহ পাঠ করে) স্মরণ করতে থাক। আর আল্লাহর স্মরণে তোমরা অমনোযোগী হয়ো না। ❞

[সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৫]

[সকাল-সন্ধ্যায় কোরআন তিলাওয়াত, দেখুন পৃষ্ঠা **২৫২ ও ২৫৯**]

প্রশ্ন-০৯ ❒ এখন প্রশ্ন হলো, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে কোন কারণে যদি জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ করার সূযোগ না হয় সে ক্ষেত্রে কি কি তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা উত্তম হবে?

উত্তর ▌ জিকিরের মজলিসে বসার সূযোগ না হলে কোরআন-হাদীসের আলোকে বিজ্ঞ আলেমগণ এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে **"তিন তাসবীহ"** পাঠ করাকে বিবেচিত করেছেন। যা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্যও একটি অপরিহার্য আমল।

এ ছাড়াও বিকালে আরো কিছু আমল রয়েছে, যা সবার জন্য জরুরী এবং এই আমলগুলো সকালেও করতে হয়। তাই এটা **"সকাল-বিকালের আমল"** নামে পরিচিত। [সকাল-বিকালের আমল, পৃষ্ঠা ১৫৩-১৬৩]

প্রশ্ন-১০ ❒ তিন তাসবীহগুলো কি কি এবং উহার ফযীলত কি?

উত্তর ▌ বিস্তারীত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন। আর ফযীলত ব্যাপক বিধায় আলাদা ৩টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

১ম তাসবীহ ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ

وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উপরের কালেমাগুলি একসাথে পাঠ করলে হবে ১বার, এভাবে মোট এক তাসবীহ পরিমাণ অর্থাৎ ১০০ বার ।

[ফযীলত দেখুন, পৃষ্ঠা ১০১-১০৪ ও ২১৭-২১৮]

২য় তাসবীহ ঃ যে কোন একটি দরূদ শরীফ ১০০ বার । আমল করার জন্য নিম্নে ছোট্ট একটি দরূদ শরীফ দেয়া হল । যেমন,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

[ফযীলত ঃ পৃষ্ঠা ১০৫] [অন্যান্য দরূদ শরীফ ঃ পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৮]

৩য় তাসবীহ ঃ যে কোন একটি এস্তেগফার ১০০ বার । আমল করার জন্য নিম্নে ছোট্ট একটি এস্তেগফার দেয়া হল । যেমন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

[ফযীলত ঃ পৃষ্ঠা ১৩৯] [অন্যান্য এস্তেগফার ঃ পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫১]

প্রশ্ন-১১ ❐ প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে পরিশেষে আমরা কি কি জানলাম?

উত্তর ▌ এই প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে আমরা যা যা পেলাম

০১ ◆ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে বলেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সময়ে জিকিরের মজলিসে বসা অথবা "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে নিজেই আমল করে সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন।

০২ ◆ উক্ত সময়ে জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ করার সূযোগ পেলে, এটা-ই সর্বোত্তম। কারণ,

- জিকিরের মসলিস হচ্ছে জান্নাতের বাগান।
- মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।
- তাদের গুনাহসমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয়।
- এলেম শিক্ষা দানকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

● একটি অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকাত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম ।

০৩ ◆ জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণের সুযোগ না হলে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অন্তত:পক্ষে ১ম তাসবীহ শেষ করা উচিৎ। এতে করে কোরআনের কয়েকটি আয়াতের উপর আমল হয়ে যাবে এবং সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে। আর এই সময়ে ‘‘তিন তাসবীহ’’ পুরোটা আদায় করতে পারলেতো খুবই ভালো। আর সময় থাকলে ‘‘সকাল বিকালের আমল’’ [পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬৩] করে নেয়া উচিৎ ।

০৪ ◆ উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ‘‘তিন তাসবীহ’’ শেষ করতে না পারলে আংশিক বা পুরো ‘‘তিন তাসবীহ’’ সকালের জন্য মধ্যাহ্নের পূর্বেই এবং বিকেলের জন্য মধ্যরাতের পূর্বেই শেষ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।

০৫ ◆ ‘তিন তাসবীহ’ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। উহা কোনদিন ছেড়ে না দিয়ে আমৃত্যু আমল করা উচিৎ।

১ম তাসবীহ | কালেমাসমূহের ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়।

■ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ৪টি কালেমা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। যে কালেমা ইচ্ছা হয় প্রথমে পড়। (বা শেষে পড়, অসুবিধা নাই)। [মুসলিম/মুনতাখাব হাদীস]

আমলনামার পাল্লায় সবচেয়ে বেশী ওজন হবে।

■ হযরত আবু সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, ৫টি জিনিস আমলনামার পাল্লায় সবচেয়ে ওজন হবে। সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং মুসলমানের সৎ পূত্রের মৃত্যুর পর সওয়াবের আশায় ধৈর্য্য ধরা।

[মোস্তাদরাকে হাকেম / মুনতাখাব হাদীস]

দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে সব জিনিসের চেয়ে উত্তম

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করা সেসব জিনিসের চেয়ে উত্তম যাদের উপর সূর্য উদয় হয়। [মুসলিম]

কেয়ামতের দিন সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, থাকবে।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, শোন , নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল তৈরী কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কোন শত্রু কি এসে পড়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দোযখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল তৈরী কর। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বল। যারা এসব কালেমা

পাঠ করবে তাহাদের সামনে পেছনে, ডানে বামে, কেয়ামতের দিন এইসব কালেমা আসবে। এসব কালেমা সেই ব্যক্তিকে নাজাত দিবে। এটা এমন নেক আমল যার সওয়াব সব সময়েই পাওয়া যাবে।

[মাজমাউল বাহরাইন / মুনতাখাব হাদীস]

প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি নেকী লেখা হবে।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পাঠ করবে, প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে তার আমলনামায় ১০টি নেকী লেখা হবে।

[তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

প্রত্যেক শব্দে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ হবে।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একটি গাছের চারা লাগাচ্ছিলাম। এ সময় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা কি করছো? আমি বললাম, গাছের চারা লাগাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এর চেয়ে তোমাকে ভাল গাছ লাগাবার কথা বলবো না? সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পাঠ কর। এর মধ্যকার প্রতিটি শব্দের পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে তোমার জন্য একটি বৃক্ষ রোপণ করাবেন। [ইবনে মাজা]

শীতের দিনে গাছের পাতার মতো পাপ ঝরে যায়।

■ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার যারা পাঠ করবে, তাদের পাপ শীতের দিনে গাছের পাতা ঝরে পড়ার মতো ঝরে যায়।

[মোসনাদে আহমদ, মুনতাখাব হাদীস]

[উক্ত কালেমাসমূহের অন্য ফযীলত দেখুন **২১৭-২১৮**]

২য় তাসবীহ | দরূদ শরীফের ফযীলত

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

■ অর্থঃ "অবশ্য আল্লাহ নবীর ওপর রহমত পাঠান ও তাঁর ফিরিশতারা নবীর ওপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পড় এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম পাঠাও।"

[সূরা আহযাব ঃ ৫৬]

যে কোন জায়গা থেকে সালাম ও দরূদ পাঠ করলে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে যায়।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কবরকে ঈদ অর্থাৎ, আনন্দোৎসবের স্থানে পরিণত করো না; বরং আমার উপর দরূদ পড়।

কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাম ও দরূদগুলো আমার নিকট পৌঁছে যায়।

[আবূ দাঊদ / রিয়াদুস সালেহীন]

সালামের জবাব দিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রূহ ফিরে পান।

■ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করে, মহান আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দেই। [আবূ দাঊদ / রিয়াদুস সালেহীন]

দরূদ পাঠের গুরুত্ব

একজন সাহাবীর তাসবীহ-তাহলীলের সমুদয় সময় শুধুই দরূদ পাঠের জন্য নির্ধারণ।

■ হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতেন এবং বলতেন, হে

লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রকম্পিত করার জিনিস এসে পড়েছে, তার পরের জিনিস এসে পড়েছে। অর্থাৎ, শিঙ্গায় প্রথম ফুঁ ও দ্বিতীয় ফুঁ দেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যু তার সব বিভীষিকা নিয়ে হাজির হয়েছে। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি আমি বেশী বেশী দরূদ প্রেরণ করতে চাই। দরূদ প্রেরণের জন্য আমি কতোটা সময় নির্ধারণ করবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতোটা তোমার মন চায়। আমি বললাম আমার সময়ের এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যতোটা চাও কর। তবে বেশী করলে তোমার জন্য ভাল হবে। আমি বললাম, যদি আমার সময়ের অর্ধেক সময় দরূদ পাঠ করি? তিনি বললেন, যতো পার কর। তবে বেশী করলে তোমার জন্য ভাল হবে। আমি বললাম , যদি আমার সময়ের দুই-তৃতীয়াংশ সময় দরূদ প্রেরণ করি? তিনি বললেন, যতোটা পার কর ।তবে বেশী করলে তোমার জন্য ভাল

হবে। আমি বললাম, তবে আমি আমার সমুদয় সময় আপনার উপর দরূদ প্রেরণের জন্য নির্ধারণ করলাম। তিনি বললেন, যদি এরূপ কর তবে **আল্লাহ তায়ালা তোমার সকল চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার পাপ ক্ষমা করে দিবেন।** [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

বেশী বেশী দরূদ পড়নেওয়ালা কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নিকটবর্তী হবে।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সবচেয়ে আমার নিকটবর্তী হবে যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পাঠ করে। [তিরমিযী/ রিয়াদুস সালেহীন]

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অন্তর থেকে ভালবাসে তার বেশী বেশী দরূদ পড়া উচিৎ। তাঁর শাফায়াত ছাড়া কারো বেহেশত লাভ দুরূহ।)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রতি শুক্রবারে উম্মতের দরূদ পেশ করা হয়।

■ হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমুআর দিনে আমার প্রতি বেশী পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। কারণ প্রতি জুমুআয় আমার উম্মতের দরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আমার উপর যতো বেশী দরূদ পাঠ করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার ততো কাছাকাছি থাকবে। [বায়হাকী, তারগীব / মুনতাখাব হাদীস]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভ করার আমল।

■ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর সকাল সন্ধ্যা ১০ বার দরূদ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

[তাবারানী, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ / মুনতাখাব হাদীস]

একবার দরূদ পাঠে ১০ নেকী এবং ফেরেশতাদের ১০ বার মাগফেরাতের দোয়া পাওয়া যায়।

■ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমুআর দিনে আমার প্রতি বেশী করে দরূদ প্রেরণ কর। কেননা, এই মাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে অহী নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ বলেন, দুনিয়ায় কেউ যদি আমার নবীর প্রতি ১ বার দরূদ প্রেরণ করে, আমি তার প্রতি ১০ টি রহমত নাযিল করব। আমার ফেরেশতাগণ তার জন্য ১০ বার মাগফেরাতের দোয়া করবে। [তারগীব / মুনতাখাব হাদীস]

কে সে কৃপণ ?

■ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে সে আমার ওপর দরূদ পড়েনি, সেই হচ্ছে বড় বখীল (কৃপণ)।

[তিরমিযী/ রিয়াদুস সালেহীন]

মজলিসে দরূদ পাঠ না করলে ক্ষতির কারণ হবে ।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মজলিসে আল্লাহর জিকির করা হয় না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আয়োজকদের ক্ষতির কারণ হবে । আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে সেই মজলিসের লোকদের শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন । [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা শয়তান ধারণ করতে পারে না ।

■ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘‘যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যিই দেখে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না’’ । [বুখারী]

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত
ওলী আওলিয়াগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

স্বপ্ন ০১ শায়খ আহমদ ইবনে সাবেত আল মাগরেবী (রহ.) তাঁর 'কিতাবুত-তাফাক্কুর ওয়াল এতেবার' কিতাবে বলেছেন, আমি দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে যে সব উপকার লাভ করেছি তার মধ্যে একটা অন্যতম যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, একজন লোক চিৎকার করে বলছে, যে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দেখা করতে চায় সে আমার সঙ্গে আসুক। দেখলাম যে, অনেক লোক তার এই কথা শুনে তার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। তাদের সকলের পোশাক সাদা কাপড়ের ছিল। আমি তাদের মধ্যে একজনকে বললাম, আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালার কসম, আপনি আমাকে বলুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন? তিনি আমাকে বললেন, অমুক জায়গায়।

আমি তখন দরূদের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে মুনাজাত করলাম যেন তিনি আমাকে সবার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন। এমন সময় দেখলাম যে, বিজলীর মত এক বস্তু এসে আমাকে হঠাৎ তাঁর নিকট পৌঁছে দিল। দেখলাম, তিনি কেবলামুখী হয়ে বসে আছেন এবং তাঁর চেহারা মোবারক হতে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি তখন বললাম, "আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ!" তিনি বললেন, "মারহাবাম বেকা।" আমি তখন তাঁর কোলে আমার মাথা রেখে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। তারপর বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন যদ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন, আমার উপর বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাক। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি জামিন হন যেন আমি আল্লাহ তা'য়ালার ওলী হতে পারি। তিনি বললেন, আমি জামিন হচ্ছি যে, তোমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে। আমি আবার বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি জামিন

হন যেন আল্লাহ তায়ালার ওলী হতে পারি। তিনি বললেন, তোমার ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার জন্য আমি জামিন হচ্ছি। তৃতীয়বার ঐরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার ওলীগণ ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়াই কামনা করে থাকেন। সেজন্যই আমি তোমার খাতেমা বিল খায়েরের জন্য জামিন হচ্ছি। তখন আমি বললাম, জী, আচ্ছা হুজুর। এরপর আমার ইচ্ছা জাগল, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে খিজির (আ.) কে দেখাতেন! এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কর। আমি ভাবলাম, বোধ হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্মুখে অপরের দর্শনাকাঙ্খা রাখা অপছন্দ করছেন। এই ভেবে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রত্যেক নবী, রাসূল ও ওলী আপনারই নূরের আলোকে আলোকিত এবং আপনারই জ্ঞান সমূদ্র হতে জ্ঞান আহরণ করে থাকেন। তাঁদের দর্শন লাভ আপনারই দর্শন লাভের অন্তর্ভুক্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন: বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, আমার উপর বেশি করে দরূদ শরীফ পাঠ কর, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন থাক এবং অযথা কিছু করার অভ্যাস পরিত্যাগ কর।

স্বপ্ন ০২ শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাজালী (রহ.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার মুখে চুম্বন দিয়ে বললেন, এই মুখ দিনে এক হাজার বার এবং রাতে এক হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করে। পরে বললেন, যদি রাতে সূরা কাওসারের অজিফা রাখতে তবে কতই না ভাল হতো।

স্বপ্ন ০৩ তিনি আবারো বলেছেন, আমি প্রত্যেক দিন অজিফা হিসেবে ১,০০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতাম। একদিন তাড়াতাড়ি করে আমার নির্ধারীত অজিফার সংখ্যা শেষ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আমাকে দেখা

দিয়ে বললেন, তুমি কি জান না যে, তাড়াতাড়ি করা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে? তুমি যখন দরূদ শরীফ পাঠ করবে তখন ধীরে ধীরে শৃঙ্খলার সাথে পাঠ করো। অবশ্য সময় সংকীর্ণ থাকলে তাড়াতাড়ি করতে পারো। তবে আমি যা বললাম, তাই হলো দরূদ শরীফ পাঠের উৎকৃষ্ট নিয়ম। নতুবা, তুমি যেভাবেই পড় না কেন তা দরূদ শরীফ বলে গৃহীত হবে। যখন দরূদ শরীফ পাঠ করবে তখন প্রথমে বা শেষে একবার হলেও **দরূদে তাম্মা** পড়বে। তা হল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِىْ الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

স্বপ্ন ০৪ তিনি পুনরায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, তুমি কি কেয়ামত দিবসে এক লক্ষ লোকের শাফায়াত করবে? আমি আরজ করলাম, কি জন্য এমন সৌভাগ্য লাভ হইল? তিনি বললেন, যেহেতু তুমি দরূদ শরীফ পাঠ করে তার সমস্ত সওয়াব আমাকে দিয়ে থাকো।

স্বপ্ন ০৫ সুফীয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, আমি একবার হজ্বে গিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে তাওয়াফের সমস্ত তাসবীহ-তাহলীল ছেড়ে শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে,

তুমি তাওয়াফের জিকির আযকার ছেড়ে শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করছ কেন? সে বলল, আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট ওলী না হতেন তবে আমি এর কারণ প্রকাশ করতাম না। আপনি জানতে চাইলেন, তাই না বলে পারি না। শুনুন, আমি একবার আমার পিতার সাথে সফরে বের হলাম। ঘটনাক্রমে পথেই আমার পিতার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর দেখলাম, তার চেহারা কালো হয়ে গেছে। আমি তখন তার উপর একটি কাপড় ঢাকা দিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার কি করা উচিৎ? এমন অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম পেল। স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি এসে আমার পিতার মুখের কাপড় খুললেন। সেই ব্যক্তি এত সুন্দর ছিলেন যে, পূর্বে কখনো এমন সুন্দর মানুষ আমি দেখিনি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ অতি পরিচ্ছন্ন এবং সমস্ত শরীর সুগন্ধি বিশিষ্ট। তিনি আমার পিতার উপরের কাপড় উঠিয়ে তার মুখের উপর নিজের হাত বুলালেন। ফলে দেখলাম যে, আমার পিতার সম্পূর্ণ শরীর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি ফিরে যেতে চাইলে আমি তার

কাপড় ধরে বললাম, হে আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা, আপনি কে? যে আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমার পিতার প্রতি এই মোসাফেরি ও অসহায় অবস্থায় এমন মেহেরবাণী করলেন? তিনি বললেন, তুমি কি আমার পরিচয় জান না? আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, সাহেবে কুরআন (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম)। তোমার পিতা গুনাহগার ছিল বটে, তবে সে অধিক মাত্রায় আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করত। তাহার বিপদ উপস্থিত হলে সে আমার সাহায্য কামনা করল, তাই আমি এসে সাহায্য করলাম। যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তার সাহায্যকারী হয়ে যাই। অত:পর আমার ঘুম ভেঙে গেলে উঠে দেখি যে, আমার পিতার চেহারা সত্যিই সুন্দর হয়ে গেছে। [তাম্বীহুল গাফেলীন]

স্বপ্ন ০৬ একজন সুফী সাহেব মেসতাহ (রহ.) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'য়ালা

আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করেছেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য? তিনি বললেন আমার ওস্তাদের নিকট হাদিস পড়বার সময় যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরূদ শরীফ পাঠ করলেন, তখন আমি তাঁর সাথে উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করলাম। আমার দরূদ শরীফ পাঠ শুনে মজলিসের সকলেই দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা সেই দিনই আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

স্বপ্ন ০৭ হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, আমার এক প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি অবস্থায় আছ? সে বলল, হে শিবলী! আমার অনেক দু:খ কষ্ট গিয়েছে। প্রথম, মুনকির-নাকীরের সওয়ালের সময় আমি মারাত্মক বিপদের মধ্যে ছিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার কি ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়নি? এমন সময়

শুনতে পেলাম কে যেন বলছেন, এ সমস্ত বিপদ তোমার জিহ্বার অপব্যবহারের জন্য। যখন সেই দুজন ফেরেশতা আমাকে আযাব করতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একজন অতি সুন্দর ও সুঘ্রাণ বিশিষ্ট লোক এসে আমাকে নানারুপ সাহায্য দিতে লাগলেন এবং আমাকে মুনকির-নাকীরের সওয়ালের জওয়াব যোগায়ে দিলেন। আমি তাঁর সাহায্যে সমস্ত জবাব দিলাম। পরে বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আপনি যে অতিরিক্ত দরূদ শরীফ পড়তেন তা হতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে সৃজন করেছেন এবং আপনার প্রত্যেক দু:খ কষ্টের সময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

স্বপ্ন ০৮ আবু সোলায়মান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন (রহ.) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলে তিনি বললেন, তুমি হাদীস শরীফ পড়বার সময় যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড় 'ওয়াসাল্লাম' শব্দ বাদ দিয়ে পড় কেন?

এই চারটি অক্ষর বাদ দেয়ার জন্য তুমি ৪০টি নেকী হতে বঞ্চিত হয়ে যাও।

[এটা আল্লামা খতীব এবং ইবনে বিশকাওয়াল বর্ণনা করেন]

স্বপ্ন ০৯ আবু হাফস ফাগদী (রহ.) একজন বিশিষ্ট আবেদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং বেহেশতে স্থান দান করেছেন। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে ক্ষমা প্রাপ্ত হলেন? তিনি উত্তরে বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাকে দাঁড় করানো হলো তখন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে আমার আমল হিসাব করতে বললেন। হিসাব করে দেখা গেল যে আমার দরূদ শরীফ পাঠ আমার গুনাহের সংখ্যার চেয়ে বেশী হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আর হিসাবের দরকার নাই। তাকে বেহেশতে নিয়ে যাও।

স্বপ্ন ১০ শায়খ ইবনে আবদুল করিম (রহ.) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম জাকি উদ্দিন মুনজেরী (রহ.) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বেহেশতে দাখিল করেছেন। আমি বেহেশতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করলাম। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, যারা নিজ হাতে লিখবার সময় লিখবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা সকলেই আমার সংগে বেহেশতে থাকবে।

স্বপ্ন ১১ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ একজন বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক রাতে এক নির্ধারীত সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করতাম। একদিন রাতে সেই নির্ধারীত দরূদ শরীফ পাঠান্তে আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়ীতে তাশরীফ এনেছেন। তাঁর নূরে আমার সমস্ত ঘরই আলোকিত। তিনি বললেন, তোমার ঐ মুখ আমার নিকট নিয়ে

এসো যেন আমি চুম্বন করতে পারি, কারণ ঐ মুখ সর্বদা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। আমার খুব লজ্জা অনুভব হলো এবং আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তিনি আমার গালে চুম্বন করলেন। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আমার ঘর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ। তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগালাম। সে জেগে বললো, আমাদের ঘর এমন সুগন্ধিপূর্ণ কেন? আমি তখন সমস্ত ঘটনা বললাম। আমার গালের যে স্থানে চুম্বন দিয়েছিলেন, আট দিন পর্যন্ত সেখানে সুগন্ধ বর্তমান ছিল। আমার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলেই তা অনুভব করতে পারতেন।

স্বপ্ন ১২ একদিন একজন স্ত্রীলোক হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর নিকট গিয়ে বলল, হুজুর আমার একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে চাই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এশার নামাযের পর এই নিয়মে চার রাকাত নফল নামায

পড়ো যে, প্রত্যেক রাকাত নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা তাকাছুর পড়বে, অত:পর শুয়ে দরূদ পড়তে থাকো যে পর্যন্ত তোমার ঘুম না আসে। স্ত্রীলোকটি তাই করল এবং তার মেয়েকে স্বপ্নে দেখতে পেল। সে দেখল যে, তার মেয়ে ভীষণ আযাবে নিপতিত হবে। তাকে আলকাতরার পোশাক পরানো হয়েছে এবং তার হাত-পা আগুনের শিকলে বাঁধা। স্ত্রীলোকটি নিদ্রা হতে জেগে হাসান বসরী (রহ.) এর নিকট গমণ করল এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। শুনে তিনি বললেন, তার জন্য কিছু দান-সাদকা করো। হয়ত আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করবেন। সেই রাত্রে হাসান বসরী (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বেহেশতে একটি বাগানের মধ্যে আছেন। সেখানে একটি পালংকে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক বসে আছে। তার মাথায় নূরের তাজ। সে বলল, হে হাসান, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? তিনি না বললে সে আবার বলল, আমি সেই স্ত্রীলোকের মেয়ে যাকে আপনি নামায ও দরূদ শরীফ পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমার

মা তো আমাকে তোমার দুরবস্থার সংবাদ দিয়েছিল। সে বলল, তার কথা ঠিকই ছিল। তিনি বললেন, তবে তোমার এরূপ মর্যাদা লাভ হলো কি করে? সে বললো, আমরা ৭০ হাজার মানুষ আযাবগ্রস্থ ছিলাম। আমার মা তাই দেখে আপনাকে ঐ সংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে একজন নেককার লোক আমাদের কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে তার সওয়াব আমাদের দান করেছিলেন। তাতেই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দয়া করে আযাবমুক্ত করলেন এবং এরূপ মর্যাদা দান করেছেন যা আপনি দেখছেন।

স্বপ্ন ১৩ ইমাম শারানী (রহ.) তাবাকাত কিতাবে শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাজালী (রহ.) সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে মিনতি করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে ছাড়বেন না। তিনি ফরমাইলেন, তুমি যে পর্যন্ত না হাউজে কাওসারের পানি পান কর সে পর্যন্ত

আমি তোমাকে ছাড়ব না। কারণ, তুমি সূরা কাওসার পাঠ কর এবং আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠাও। এছাড়াও যখন তোমার কথায় বা কাজে কোন ত্রুটি ঘটে যায় তখন এই দোয়া পাঠ কর-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ - اَلَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ وَاَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ فَاِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

স্বপ্ন ১৪ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হেকাম (রহ.) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। বললাম, কিসের বদৌলতে আপনার এই মর্যাদা লাভ হলো? আমাকে এক ব্যক্তি বললেন, কিতাবুর রেসালাতে যে দরূদ শরীফ আছে তা পাঠের ওসিলায়। আমি বললাম,

তা কিরূপ? তিনি বললেন সেই দরূদ শরীফ এই-

صَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرُهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَاغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

রাত্রি প্রভাত হলে কিতাবুর-রেসালাতে দেখলাম, বাস্তবিকই ঐ দরূদ শরীফ লিখিত আছে।

❑ উল্লেখ্য, আবুল হাসান শাফেয়ী (রহ.) স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে জেনেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) স্বীয় কিতাবে উক্ত দরূদ লেখার কারণে কেয়ামতের ময়দানে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে না। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

স্বপ্ন ১৫ আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জায়েদ (রহ.) বলেন, আমার একজন ফাসেক, ফাজের এবং আল্লাহ তা'য়ালার পথে গাফেল প্রতিবেশী ছিল। সে সুলতানের দফতরে চাকরি করত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম তার

হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের হাতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, এই লোকটি তো ফাসেক এবং আল্লাহর পথ হতে গাফেল। আপনি তার হাতে হাত রেখেছেন কি জন্যে? তিনি বললেন, সে কথাতো আমি জানি। তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তার শাফায়াত করবার জন্য জামিন হয়েছি। আমি বললাম কি জন্য? তিনি বললেন, যেহেতু সে প্রত্যেক রাতে শোবার পূর্বে এক হাজার বার দরূদ শরীফ না পড়ে ঘুমায় না এবং আমি আশা করি, আল্লাহ তা'য়ালা আমার শাফায়াত কবুল করবেন। এই স্বপ্ন দেখার পর আমার ঘুম ভাঙল। প্রাতে মসজিদে নামায পড়বার পর আমি আমার আসহাবদের সাথে ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করছি এমন সময় সেই লোকটি কাঁদতে কাঁদতে এসে মসজিদে প্রবেশ করল এবং সালাম করে বলল, হে আবদুল ওয়াহেদ! আপনার হস্ত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে তওবা করতে

চাই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আমাকে আপনার হাতে তওবা করতে আদেশ করেছেন। এতদ্ব্যতীত আপনার সাথে স্বপ্নে তাঁর যে আলাপ হয়েছে তাও বলেছেন। সে তওবা করলে পর আমি তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আহিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম এসে আমার হাত ধরে বললেন যে, তিনি আমার দরূদ শরীফের ওসিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবেন এবং বললেন, তুমি প্রাতে আবদুল ওয়াহেদের নিকট গিয়ে তওবা কর এবং সৎপথে থাক।

স্বপ্ন ১৬ আবু মুহাম্মদ জাজরী (রহ.) বলেন, একদিন আসর নামাযের পর একজন যুবক ফকির আমাদের বহির্বাড়িতে উপস্থিত হলো। তার শরীরের রং ফ্যাকাশে, খালি মাথায় এলোমেলো চুল এবং খালি পা ছিল। সে এসেই ওজু করে দুই রাকাত নামায

পড়ে একটি দেওয়ালে হেলান দিয়ে মাগরিব পর্যন্ত শুধু দরূদ শরীফ পড়তে লাগল । এমন সময় খলিফার পক্ষ হতে আমাদের সকলের জন্য দাওয়াত আসল । আমি তখন সেই ফকিরকে বললাম, আমরা সকলে খলিফার দাওয়াতে যাচ্ছি। তুমিও যাবে কি? সে বলল, খলিফার দাওয়াতে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তবে একটি গরম পরটা খেতে খুব মন চায় । অত:পর তাকে রেখে আমরা সকলেই খলিফার দাওয়াতে গেলাম। সেখানে খানা-পিনা শেষ করে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল । এসে দেখি যুবকটি ঐ একইভাবে বসে আছে। যা হোক, আমি এসে জায়নামাযে বসে আছি এমন সময় আমার ঘুম পেল । স্বপ্নে দেখলাম, এক বিরাট জন সমাবেশ । তন্মধ্যে কে একজন বলছে, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে সমস্ত আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালাম । আমি তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আহিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নিকট গিয়ে সালাম

দিলাম। কিন্তু তিনি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে তাঁর সম্মুখে গিয়ে আবার সালাম দিলাম। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতদ্দর্শনে আমার খুব ভয় হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম আমার কোন ত্রুটির জন্য আপনি আমার উপর এত অসন্তুষ্ট? তিনি বললেন, আমার উম্মতের একজন ফকীর তোমার কাছে রুটি চাইল, কিন্তু তুমি তাচ্ছিল্যভরে তা অগ্রাহ্য করলে। আমার নিদ্রা ছুটে গেল এবং আমি খুব ভীত হয়ে পড়লাম। সেই ফকীরের খোঁজ করলাম, দেখলাম সে ঘরে নাই। তখন তাকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে দেখি সে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে বললাম, তোমার রুটির বন্দোবস্ত করা হবে। তুমি ফিরে এসো। সে জবাবে বললো, যে রুটির জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর সুপারিশ লাগে তা আর আমার প্রয়োজন নেই। এ বলে সে চলে গেল।

স্বপ্ন ১৭ আবু হাফস হাদ্দাদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে গিয়ে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত কোন অন্ন সংস্থান হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লামের কবরের একটি দেয়ালের সাথে নিজের পেট লাগিয়ে খুব বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতে লাগলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার মেহমান ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আমার প্রতি মেহেরবাণী করুন। এর পর আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম এসে খাওয়ার জন্য আমাকে একটি রুটি দিলেন। অর্ধেক রুটি খেয়েই আমি তৃপ্ত হয়ে গেলাম। বাকী অর্ধেক হাতে থাকা অবস্থায় আমার ঘুম ভাঙল। জেগে দেখি সেই অর্ধেক রুটি আমার হাতেই আছে।

[স্বপ্ন ০১-১৭ // মাসিক মদীনা, মার্চ ২০০৯ সংখ্যা থেকে সংকলিত]

বেছে নিন আপনার প্রিয় দরূদের আমল

যদি প্রথম থেকে দরূদ শরীফের এই পরিচ্ছেদটি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে নিচের আমলগুলো থেকে বেছে নিন (✓) আপনার প্রিয় দরূদ শরীফের আমল।

- ❑ দৈনিক সকালে ১০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০ বার।
- ❑ **দৈনিক তিন তাসবীহ'র জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সকালে ১০০ বার এবং বিকালে কিংবা সন্ধ্যায় ১০০ বার।**
- ❑ বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে বা জুমুআর দিনে ১,০০০ বার।
- ❑ দৈনিক রাতে ১,০০০ বার।
- ❑ দৈনিক দিনে ১,০০০ এবং রাতে ১,০০০ বার।
- ❑ দৈনিক অগণিতবার হাটতে-বসতে-শুইতে শুধুই দরূদ শরীফ।
- ❑ দৈনিক রাতে বা যে কোন রাতে সূরা কাওসার ১০/ ১০০ / ১,০০০ বার।

তিন তাসবীহ আদায়ের লক্ষ্যে এবং
পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত আপনার প্রিয় দরূদের আমলের জন্য
পাঁচটি ফজিলতপূর্ণ ছোট্ট দরূদ শরীফ

অন্যান্য দরূদ শরীফ পৃষ্ঠা ৭৯, ১১৬, ১২৮, ১৯৯, ২০৫, ২০৭

০১

যে দরূদ পাঠে ৭০ জন ফেরেশতা ১,০০০ দিন পর্যন্ত সওয়াব লিখতে ব্যস্ত থাকবে।

যখন যতখুশী // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার এই দরূদ পাঠ করবে, এর সওয়াব লিখতে সত্তর জন ফেরেশতাকে এক হাজার (১,০০০) দিন পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত করিয়া দিবে।

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদকে তাঁর যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

[তাবারানী, আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

০২

৮০ বছরের গুনাহ মাফ এবং ৮০ বছরের এবাদতের সওয়াব লাভ ।

৮০ বার // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার ।

" শুক্রবারের বিশেষ দরূদ "

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আসরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে ৮০বার পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا ۔

এ জন্য, আল্লাহ তা'য়ালা তার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং ৮০ বছর এবাদাত করার সমতুল্য সওয়াব তাকে দান করবেন । [তাবারানী, দারাকুতনী]

০৩

জান্নাতে নিজ ঠিকানা দেখার আমল ।

দৈনিক ১১ বার // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন এগার বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করবে

صَلَّ اللّٰه عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পূর্বেই তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখাবেন । [আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

০৪

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার জন্য একটি দরূদের আমল ।

নিম্নের নিয়মে // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ হযরত শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) একটি নিয়ম বলেছেন। জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) দুই রাকাআত নামায, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫ বার সূরা

ইখলাস (কুলহুওয়াল্লাহু সূরা) পড়তে হবে। সালাম ফিরিয়ে ১,০০০ বার নীচের দরূদ শরীফটি পাঠ করতে হবে এবং পাক বিছানায় ঘুমাতে হবে।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ

[মাসআলা ও মাসায়েল]

০৫ দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে সাহস এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করার আমল।

৫০বার // তিন তাসবী'র জন্য ১০০ বার।

■ যে ব্যাক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ৫০ বার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ •

এই দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে দৃঢ়তা ও এসতেকামাত দান করবেন। [মাযহারী]

৩য় তাসবীহ | এস্তেগফারের ফযীলত

■ ❝ হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'য়ালার সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও । ❞

[সূরা নূর : আয়াত ৩১]

■ ❝ আল্লাহ তায়ালার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের শাস্তি দিবেন । ❞

[সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩]

■ ❝ যারা মূর্খতাবশত কোন অন্যায় করে ফেলে তারপর তওবা করে এবং নিজেদের কাজ সংশোধন করে নেয়, তোমার প্রতিপালক তাদের তওবা কবুল করেন, তিনি ক্ষমাশীল এবং অতিশয় দয়ালু । ❞

[সূরা নাহল : আয়াত ১১৯]

■ হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি যতক্ষণ আমার

এবাদত করবে এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে থাকবো, তোমার মধ্যে যতই মন্দ থাকুক। হে বান্দা! তুমি যদি আমার সাথে কাউকে শরীক না করে জমিনপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে আসো, তবে আমি তোমার সাথে জমিনপূর্ণ ক্ষমা নিয়া মিলিত হবো। অর্থাৎ, তোমাকে ক্ষমা করে দিব।

[মোসনাদে আহমদ / মুনতাখাব হাদীস]

এস্তেগফার ও তওবা ব্যতীত পাপের পর পাপ, অন্তরকে কালো দাগে ছেয়ে ফেলে।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর যদি সেই পাপ ত্যাগ করে এবং তওবা করে, তবে সেই দাগ মুছে যায়। আর যদি বান্দা তওবা না করে পূনরায় পাপ করতে থাকে তবে অন্তরের কালো দাগ বাড়তে থাকে এবং অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

পাপ করার পর, তার কাফফারা ।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ ভুল করলে বা পাপ করলে তারপর যদি লজ্জিত হয়, এই লজ্জাই তার পাপের কাফফারা হয়ে যায় ।

[বায়হাকী / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহগার; আর উত্তম গুনাহগার তারা, যারা তওবা করে । [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে সে পাপের উপর হটকারী হিসাবে পরিগণিত হয় না, যদি সে দিনে সত্তর বারও পাপ করে । [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে ১০০ বার তওবা করতেন।

■ হযরত আগার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! আল্লাহর সামনে তওবা কর। আমি নিজেও আল্লাহর নিকট প্রতিদিন একশত বার তওবা করি। [মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্র-পশ্চাতের সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি এস্তেগফার ও তওবা করতেন।

নিয়মিত এস্তেগফারে দুশ্চিন্তা মুক্তি ও ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক লাভ হয়।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা যদি পাবন্দির সহিত এস্তেগফার

করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সকল সংকীর্ণতা হতে মুক্তির পথ বের করে দেন। তাকে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দেন। তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক দান করেন যা সে চিন্তাও করতে পারে না।

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

সন্তুষ্টিজনক আমলনামা প্রাপ্তির উপায়।

■ হযরত যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় তাহার আমলনামা (কেয়ামেতের দিন) তাহাকে সন্তুষ্ট করুক, সে যেন বেশী বেশী এস্তেগফার করে।

[তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুছর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তাহার আমল নামায় বেশী এস্তেগফার দেখতে পাবে। [ইবনে মাজা / মুনতাখাব হাদীস]

তওবা কবুলের শেষ সময়।

■ হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সারা রাত আপন রহমতের হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন দিনে যারা পাপ করে তারা রাতে তওবা করে নেয় এবং দিনভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন রাতে যারা পাপ করে তারা দিনে তওবা করে নেয়। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ নিয়ম চলতে থাকবে। (পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।)

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যু যন্ত্রণায় কন্ঠনালীতে গরগর শব্দ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার তওবা কবুল করেন।

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

৩য় তাসবীহ-এস্তেগফারের ফযীলত

● হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যারা ধ্বংস হয়, তাদের জন্য অবাক লাগে যে, মুক্তির উপায় হাতে থাকার পরেও তারা কিরূপে ধ্বংস হয়! লোকেরা জিজ্ঞেস করল : মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, এস্তেগফার। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করেন না, তার অন্তরে এস্তেগফার করার কথা স্মরণ করে দেন। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

● খ্যাতনাম্নী হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) বলেন, আমাদের এস্তেগফারের জন্যে অনেক এস্তেগফার দরকার। অর্থাৎ, গাফেল অন্তর নিয়ে এস্তেগফার করাও একটি গোনাহ ও ঠাট্টা। এ জন্যে পৃথক এস্তেগফার করা উচিৎ। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

● হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে, কোন বান্দা গোনাহ করার পর এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার গোনাহ মাফ করেন। আয়াত দু'টি অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হল। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

৩য় তাসবীহ-এস্তেগফারের ফযীলত

সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াতাংশ ১৩৫

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

অর্থঃ তাকওয়া ওয়ালা লোকদের গুনাবলী হতে একটি এই যে, তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে তখনই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১১০

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

অর্থঃ যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুনাময় পায়।

তিন তাসবীহ আদায়ের লক্ষ্যে এবং যে কোন গোনাহের কাজ হলে কিংবা সর্বদা পাঠের জন্য ৫টি ফজিলতপূর্ণ ছোট্ট ছোট্ট এস্তেগফার।

অন্যান্য বিশেষ এস্তেগফার পৃষ্ঠা ১৭২, ২৮৩, ২৮৫

০১ যতবেশী সম্ভব // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার ।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।

০২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন গোনাহ করে এবং বলে 'আল্লাহুম্মাগফিরলী'

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর ।

তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা গোনাহ করার পর জেনেছে, তার একজন পালনকর্তা আছেন, যিনি গোনাহের শাস্তি দেন এবং পাপ মার্জনা করেন । অতএব হে আমার বান্দা! যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম । [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

০৩

আল্লাহ তায়ালার রহমতকে ওসীলা করে ক্ষমা প্রার্থনার আমল।

৩ বার // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, হায় আমার পাপ! হায় আমার পাপ! ২বার বা ৩বার সে একথা বললো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে বললেন, তুমি বল

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِى وَرَحْمَتُكَ اَرْجَا عِنْدِى مِنْ عَمَلِىْ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা আমার পাপের চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত। আমি নিজের আমলের চেয়েও তোমার রহমতের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী।

উক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত কালেমা পাঠ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার বল। সেই ব্যক্তি ৩ বার এ কথা পাঠ করল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠে যাও। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[মোস্তাদরাকে হাকেম/মুনতাখাব হাদীস]

০৪

‘‘মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ ’’ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আমল।

২৫ বা ২৭ বার // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন পঁচিশ বার অথবা সাতাশ বার সমস্ত মুমিন নর-নারী এবং মুসলমান নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের জন্য এই দোয়া করবে সে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট ‘‘মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ’’ [‘‘মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ’’ ঐ সমস্ত লোকদের দুআকে বলে, যাদের দোয়া সব সময় আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে] লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এবং তাদের দোয়ার বদৌলতে জমীন বাসীদের রিযিক দেয়া হয়।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে এবং সমস্ত মুমিন নর-নারী এবং মুসলমান নর-নারীদেরকে মাফ করুন।

কোটি কোটি

নেকী অর্জনের উহা একটি সহজ পন্থা।

■ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দেন। [তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

০৫

জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করলেও ক্ষমা লাভের আমল।

৩ বার // তিন তাসবীহ'র জন্য ১০০ বার

■ হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, কেহ যদি বলে

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি জীবিত, তিনি চিরঞ্জীব, আমি আল্লাহ তায়ালার সামনে তওবা করিতেছি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি সেই ব্যক্তি জেহাদের ময়দান থেকে পলায়নও করে। অন্য এক বর্ণনায় উক্ত কথাগুলি ৩ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

আসল কথা । একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করে বসে (তখন কি হবে)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার আমলনামায় উক্ত গোনাহ লিখে দেয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বলল, সে উক্ত গোনাহ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার তওবা কবুল করা হয় এবং তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বলল, সে পূনরায় উক্ত গোনাহ করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূনরায় তার আমলনামায় উক্ত গোনাহ লেখা হয়। ঐ ব্যক্তি বলল, পূনরায় সে তওবা ও এস্তেগফার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূনরায় তার তওবা কবুল করা হয় এবং তার গোনাহ মাফ করা হয়। (জেনে রেখ) আল্লাহ তা'য়ালা (তওবা কবুল করতে ও মাফ করতে) ক্লান্ত হননা বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে যাও। [হিসনে হাসীন]

৪র্থ অধ্যায়

সকাল-বিকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ

■ “ **সকাল-সন্ধ্যায়** তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, বিনয়, ভয় এবং নীচু স্বরে (কোরআন এবং তাসবীহ পাঠ করে) স্মরণ করতে থাক। আর আল্লাহর স্মরণে তোমরা অমনোযোগী হয়ো না।” [সূরা আ’রাফ ঃ ২০৫]

■ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাঁহার তাসবীহ পাঠ কর সকালে ও সন্ধ্যায়।” [সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৬]

জেনে রাখা ভাল

১. দ্বীনি মজলিস বা জিকিরের মজলিস কিংবা এলেম শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করা তাসবীহ-তাহলীলের চেয়েও উত্তম। [পড়ুন ‘১১টি প্রশ্নোত্তর’ পৃষ্ঠা ৮৯]

২. ‘কুরআন তিলাওয়াত করা’ - তাসবীহ, সাদকা এবং নফল রোযার চেয়েও উত্তম। [দেখুন পৃষ্ঠা ২৪০]

৩. উক্ত আমল শেষেও তাসবীহ আদায় করা যায়।

০১

দোযখের ১৯ প্রকার আযাব ও ১৯ জন ফেরেশতা থেকে মুক্তি লাভের আমল।

প্রতিদিন সকালে ১৯ বার। / প্রতি কাজের শুরুতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু (করছি)।

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ১৯ বার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের ১৯ প্রকার আযাব এবং আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা থেকে মুক্তি দান করবেন। [মাযহারী] উল্লেখ্য, দোযখের ১৯টি দরজায় ১৯ জন প্রহরী ফেরেশতা রয়েছে। এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর মধ্যে ১৯টি হরফ রয়েছে।

■ ১ বার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করলে ৭৬,০০০ নেকী হয়, ৭৬,০০০ গুনাহ মাফ হয়, ৭৬,০০০ মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। [নুজহাতুল মাজালিস অবলম্বনে]

০২

ইহকাল ও পরকালের চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী দূর করার আমল।

প্রতিদিন সকাল ও বিকাল ৭ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল **৭ বার** খাঁটি মনে পাঠ করবে, অথবা ফযীলতের প্রতি একীন ছাড়া এমনিতেই পাঠ করবে,

[সূরা তাওবার শেষ আয়াতাংশ]

حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۟

অর্থঃ আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে হেফাযত করবেন। [আবু দাউদ/ মুনতাখাব হাদীস]

০৩

২৪,০০০ ফেরেশতার কেয়ামত পর্যন্ত এবাদতের, সমস্ত সওয়াব লাভের আমল।

প্রতিদিন সকাল ও বিকালে ১ বার করে পাঠ করা

একজন ফেরেশতা নিয়ুক্ত হয়ে শয়তানকে চাবুক মারতে থাকবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা ডেকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।

■ যে ব্যক্তি সূরা আনআম এর প্রথম তিন আয়াত সকালে বা বিকালে পাঠ করবে, চব্বিশ হাজার ফেরেশতা কেয়ামত পর্যন্ত এবাদত করতে থাকবে আর তাদের সমস্ত এবাদতের সওয়াব পাঠকারীর আমলনামায় লিখে দেয়া হবে এবং এমন একজন ফেরেশতা নিয়ুক্ত করা হবে সে শয়তানের মুখে চাবুক মারতে থাকবে, যেন শয়তান পাঠকারীকে কুমন্ত্রণা দিতে না পারে। যার ফলে শয়তান ও তার মাঝে পর্দা পড়ে যায়। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে ডেকে বলবেন, হে বান্দা! আমার আরশের ছায়ায় এসো। আমি তোমাকে জান্নাতের

খানা খাওয়াব, হাউজে কাওসারের পানি পান করাব, সালসাবিল ঝর্ণার পানি দ্বারা গোসল করাব ।

[জালালাইন শরীফ (টিকা), পৃষ্ঠা ১১১]

সূরা আনআম এর প্রথম তিন আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۜ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝١ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝٢ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝٣

অর্থঃ (১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অত:পর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ নভোমন্ডলে এবং ভূমন্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত।

০৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-বিকাল যে দোয়া পড়া ছাড়েননি।

প্রতিদিন সকাল ও বিকালে ১ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-বিকাল কখনো এই দোয়া পড়া ছাড়তেন না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِى وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া আখেরারতের নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষসমূহ

ঢাকিয়া রাখুন এবং আমাকে ভয় ভীতির জিনিস থেকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে এবং উপরের দিক থেকে হেফাযত করুন এবং নিচের দিক থেকে আকস্মিক ধ্বংস করে দেয়া থেকে আপনার আজমতের আশ্রয় গ্রহণ করছি। [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

০৫

ঋণ পরিশোধসহ ৮টি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আমল।

প্রত্যহ সকাল ও বিকালে বেশী বেশী পাঠ করা

■ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসলেন। তাঁর দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়ল, যার নাম ছিল আবু উমামাহ। তিনি এরশাদ করলেন, আবু উমামা! কি ব্যাপার আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যাতীত অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসে থাকতে দেখছি? হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

সূচীপত্র

দুশ্চিন্তা এবং ঋণ আমাকে ঘিরে রেখেছে। তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিব না? তুমি উহা পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। হযরত উমামাহ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই শিখিয়ে দিন। তিনি এরশাদ করলেন, সকাল-বিকাল এই দোয়া পাঠ কর-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি **চিন্তা** ও **ফিকির** থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং **অসহায়তা** ও **অলসতা** থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, এবং

কৃপণতা ও **কাপুরুষতা** থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, এবং আমি **ঋণের ভারে ভারগ্রস্থ হওয়া** থেকে এবং আমার উপর **লোকদের চাপ সৃষ্টি হওয়া** থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি ।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি সকাল-বিকাল এই দোয়া পাঠ করলাম । আল্লাহ তা'য়ালা আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার সমস্ত ঋণও পরিশোধ করে দিলেন । [আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

০৬ হালাল উপার্জন ও ঋণ পরিশোধের দোয়া ।

সব সময় বেশী বেশী পাঠ করা

■ হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে মুক্তি পাওয়া একজন দাস হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে হাজির হয়ে বলল, আমি (মুক্তিপণের নির্ধারিত) অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না । এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন । হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে

সূচীপত্র

সেই কথাগুলো শিখিয়ে দিব, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন? যদি তোমার উপর (ইয়েমেনের) সীর পাহাড় পরিমাণ ঋণও থাকে, তবুও আল্লাহ তা'য়ালা সেই ঋণ আদায় করে দিবেন। তুমি এই দোয়া পড়-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার হালাল রুজী দান করে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ব্যতীত অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

মৃত্যু ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না হলে যা হয় !!!

■ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, অপরিশোধিত ঋণের কারণে মুমিন বান্দার রূহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

[ঋণ পরিশোধের জন্য আরো দুটি আমল দেখুন পৃষ্ঠা **৬৬, ৮৫**]

০৭

আকাশ ও পৃথিবীর হঠাৎ কোন মুসীবত কিংবা ক্ষতি থেকে হেফাযতের দোয়া।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থঃ আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যার নামের বরকতে আকাশে ও পৃথিবীতে কোন জিনিস ক্ষতি করেনা এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

কেউ এই কালেমাগুলো সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে তিনবার পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত হঠাৎ কোন মুসীবত তার উপর আসবে না।

[তিরমিযী, আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ তিরমিযী'র বর্ণনায় রয়েছে, কেউ উক্ত দোয়া সকাল-সন্ধ্যা তিন বার পাঠ করলে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। [তিরমিযী ৩/১৪১]

✻ কোন খাদ্যে বিষ বা কোন সন্দেহজনক কিছু আছে মনে হলে, উক্ত দোয়া পড়ে খেলে সন্দেহজনক জিনিসের ফল নষ্ট হয়ে যাবে। [মাসআলা ও মাসায়েল]

০৮

আসমান-জমীন এবং জ্বিন-ইনসানের সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে হেফাযতের আমল

সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিটি সূরা ৩ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ , قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ সন্ধ্যায় ও সকালে তিন বার করে পড়ো, তবে এগুলো সবকিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। [আবু দাউদ ও তিরমিযী/ রিয়াদুস সালেহীন]

"এগুলো সবকিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে"

-কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১ । এটা সকল অনিষ্টকারীর সব রকম অনিষ্ট থেকে হেফাযতের জন্য যথেষ্ট।

২ । সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাযতের জন্য শুধুমাত্র এই ওযীফাই যথেষ্ট।

■ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় তিন সূরা (সূরা এখলাস, ফালাক্ব ও নাস) পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আসমান-জমীন, জ্বিন ও ইনসানের সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। [আমালিয়াত কা ফায়ায়েল]

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

অর্থঃ (১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই ।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

অর্থঃ (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে ।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থঃ (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মাবুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে ।

[এই সূরা তিনটির নামায শেষে আমল দেখুন পৃষ্ঠা **৭৫**]
[এবং সূরাগুলোর ঘুমের আগে আমল দেখুন পৃষ্ঠা **২৭৮**]

০৯

শহীদ রূপে মৃত্যুবরণ এবং নিজের জন্য ৭০,০০০ ফেরেশতা নিয়োগের আমল।

প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করা

■ হযরত মাকেল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় তিন বার ‘‘আউযু বিল্লাহিস সামী’ইল আলীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম’’ পাঠ করে ‘‘সূরায়ে হাশরের শেষ তিনটি আয়াত’’ পাঠ করবে, আল্লাহ তা’য়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমত পাঠাতে থাকে। আর যদি সেই দিনই তার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে। যদি কেউ সন্ধ্যা বেলায় সেই একই নিয়মে উহা পাঠ করে, তার জন্যও আল্লাহ তা’য়ালা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা সকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমত পাঠাতে থাকে। যদি সেই রাতে তার মৃত্যু

হয়ে যায়, তবে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে।

[তিরমিযী/ মুনতাখাব হাদীস, মেশকাত শরীফ]

[৩ বার]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অর্থঃ সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত [১বার]

[আয়াত ২২-২৪]

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ج وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ○

অর্থঃ (২২) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু ও অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক,পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'য়ালা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

দিনের যে কোন সময় পাঠ করে ঐ দিনে মারা গেলে জান্নাতী, অনুরূপ রাতেও ।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছাইয়েদুল এস্তেগফার [ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম পন্থা] হল এই-

[সাইয়েদুল এস্তেগফার]

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা মা'বুদ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসম্ভব আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আপনার নিকট স্বীয় কৃত কর্মের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। আমার প্রতি আপনার যে নেয়ামত রয়েছে আমি আপনার কাছে তা স্বীকার করছি। আমি নিজের গোনাহ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কেননা, গোনাহ মাফকারী একমাত্র আপনিই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি মনের ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাথে দিনের যে কোন সময় পাঠ করে এবং সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়, তবে সে জান্নাতবাসী হবে। একইভাবে কেউ যদি মনের ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাথে রাতের যে কোন অংশে এই কথাগুলো পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সেও জান্নাতবাসী হবে। [বোখারী/ মুনতাখাব হাদীস]

যে কোন প্রকার শিরক থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিবনা, যা পাঠ করলে তুমি অল্প শিরক, অধিক শিরক, ক্ষুদ্র শিরক, বৃহৎ শিরক সর্বপ্রকার শিরক থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে? এই দোয়া পাঠ করিও ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ ۔

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।

[কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৮১৬ পৃষ্ঠা]

১২

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দিন-রাত নিরাপদ থাকার আমল

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা ১০ বার পড়বে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। সমগ্র রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

- ❒ তাহার আমলনামায় ১০টি নেকী লেখা হবে
- ❒ ১০টি গোনাহ মুছে দেয়া হবে।
- ❒ তার জন্য ১০টি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে।
- ❒ ৪টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব দেয়া হবে।

❒ এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে।

যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত উপরোক্ত নেয়ামতসমূহ লাভ করবে। [ইবনে হিব্বান / মুনতাখাব হাদীস]

[উক্ত কালেমার অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৩৬**]

১৩

বাড়ী-ঘর-ধন-সম্পদ-পরিবার-পরিজনদের সকল বিপদ থেকে হেফাযতের আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ কেউ এসে হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে সংবাদ দিল যে, আগুন লেগে আপনার ঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। হযরত আবু দারদা একেবারে কোনরূপ উদ্বিগ্ন না হয়ে বললেন, কখনো না, আল্লাহ তা'য়ালা কিছুতেই এরূপ করবেন না। কারণ, আমি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا •

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি আমার পালনকর্তা, আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা, আপনি আরশে আযীমের মালিক। আল্লাহ যা চান তা হয়, আর তিনি যা চান না, তা হয় না। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং নেক কাজ করার সামর্থ কারো নেই মহীয়ান গরীয়ান

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে।

সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদ থেকে হেফাযতে থাকবে, কোন বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আজ সকালে আমি এই দোয়াটি পাঠ করেছি। অতএব আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগতে পারে? অত:পর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা গিয়ে দেখে নাও। সকলের সাথে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলেন যে, মহল্লায় আগুন লেগেছিল এবং হযরত আবু দারদা'র ঘরের চতুর্দিকের ঘরসমূহ পুড়ে গিয়েছে, অথচ মধ্যস্থলে তাঁহার ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। [এস্তেগফারের সুফল]

■ অন্য এক হাদীসে রয়েছে, উক্ত দোয়া পাঠ করলে পাঠকারীর নিজের, তার পরিবার পরিজনের এবং তার ধন সম্পদের মধ্যে কোন বিপদ দেখা দিবে না।

১৪

আল্লাহ তা'য়ালা কেয়ামতে আমলকারীকে সন্তুষ্ট করা জরুরী মনে করবেন ।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ এক সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা পাঠ করবে,

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِا لْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا •

অর্থঃ আমরা আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দ্বীন এবং মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল স্বীকার করার উপরে সন্তুষ্ট আছি ।

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (আখেরাতে) সন্তুষ্ট করা জরুরী মনে করবেন । [আবু দাউদ, মোসনাদে আহমদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ অপর এক বর্ণনায় উক্ত দোয়া ৩ বার পাঠ করার কথা উল্লেখ রয়েছে ।

১৫

নেক আমল করার এবং পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার আমল।

সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করা উত্তম

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থঃ অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং সৎ কাজ করার সামর্থ্য কারো নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

■ উপরোক্ত কালেমাটি আরশের নীচে অবস্থিত জান্নাতের একটি অমূল্য রত্ন ভান্ডার। আর জান্নাতের ছাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার আরশ। এটা পাঠ করলে নেক আমল করার এবং পাপাচার থেকে বাঁচার তওফীক মিলতে থাকে। বান্দা যখন এই কালেমা পাঠ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাহার আরশ হতে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করে বলেন, আমার বান্দাটি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হয়ে গিয়েছে এবং অবাধ্যতা ও সীমালংঘন পরিহার করে দিয়েছে।

[উক্ত কালেমার অন্য ফযীলত পৃষ্ঠা **২২৯**] [এস্তেগফারের সুফল]

১৬

দোযখের আগুন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত করার আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৪ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় এই কালেমাগুলো একবার পাঠ করে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ* اُشْهِدُكَ، وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি এই অবস্থায় **সকাল** করেছি যে, আমি আপনাকে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাদেরকে

সূচীপত্র

এবং আপনার সকল মাখলুককে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল ।

সেই ব্যক্তির এক চতুর্থাংশ আল্লাহ তা'য়ালা দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন । যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করে তার অর্ধাংশ আল্লাহ তা'য়ালা দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন । যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করে তার তিন চতুর্থাংশ আল্লাহ তা'য়ালা দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন । যে চার বার পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সম্পূর্ণভাবে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন । [আবু দাউদ/মুনতাখাব হাদীস]

*সন্ধ্যায় যেভাবে পড়তে হয়

সন্ধ্যার সময় (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ এর স্থলে) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ পড়তে হয় । পরবর্তী অংশ সব ঠিক থাকবে ।

১৭

প্রতিদিনের এবং প্রতিরাতের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার আমল ।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়াযী (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এই দোয়া পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ* مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ•

অর্থঃ হে আল্লাহ! আজ সকালে আমি অথবা আপনার অন্য কোন মাখলুক যে নেয়ামত লাভ করেছে তা আপনিই দান করেছেন, আপনার কোন শরীক নাই, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য এবং সমস্ত শুকরিয়া আপনারই জন্য ।

সে সেই দিনের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করেছে এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়েছে সে সেই রাতের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করেছে।

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

*সন্ধ্যায় যেভাবে পড়তে হয়

সন্ধ্যার সময় (اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ এর স্থলে) اَللّٰهُمَّ مَا اَمْسَى بِىْ পড়তে হয়। বাকী অংশ সব ঠিক থাকবে।

সকাল থেকে চাশত পর্যন্ত বহু তাসবীহ তাহলীলের চেয়েও ভারী হবে যে আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ উম্মুল মুমেনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট

হতে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। আর তিনি আপন জায়নামাযে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাযের পর (দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি) ফিরে আসলেন। তিনি তখনো একই অবস্থায় বসা ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই অবস্থায়ই আছ? যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। তিনি আরজ করলেন, হ্যাঁ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- আমি তোমার নিকট হতে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পড়েছি। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ, সবকিছুর মোকাবেলায় যদি এই কালেমা ওজন করা হয় তবে এটা ভারী হবে। সেই চার কালেমা এই-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ •

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্ট মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁহার কালেমাসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।

[মুসলিম / ফাযায়েলে আমাল, মুনতাখাব হাদীস]

কঠিন বালা মুসীবত, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ক্ষতিকারক ফায়সালা এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে হেফাযতের আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করা

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাও কঠিন বালা মুসীবত থেকে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ থেকে, ক্ষতিকারক ফয়সালা থেকে এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে। অতএব, এসকল বালা মুসীবত থেকে হেফাযতের জন্য এভাবে দোয়া করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْكِ الشَّقَآءِ وَسُوْءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বালা মুসীবতের কঠোরতা থেকে, দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়া থেকে, মন্দ তাকদীর থেকে এবং আমার মুসীবত দেখে শত্রুদের খুশী হওয়া থেকে ।

[এস্তেগফারের সুফল]

২০ ১০০ নফল হজ্জের সওয়াব প্রাপ্তির আমল ।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পাঠ করা

■ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ অর্থ : আল্লাহ পবিত্র ।

পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে একশত নফল হজ্জের সওয়াব দান করবেন । [তিরমিযী / হিসনে হাসীন]

উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে কারো কারো অজিফা ছিল দিনে বার হাজার (১২,০০০) বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা। আবার কেউ কেউ দিনে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) বার 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন।

[এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

২১ কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম হবে যে আমল।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ১০০ বার পড়ে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।

কেয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়া কেউ

আসবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী পড়েছে ।

[মুসলিম, আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

সমূদ্রের ফেনার চেয়ে বেশী পাপ হলেও মাফ পাওয়ার আমল।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ১০০ বার পড়বে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার
পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি ।

তার পাপ সমূদ্রের ফেনার চেয়ে বেশী হলেও তা মাফ হয়ে যাবে ।   [মোস্তাদরাকে হাকেম/মুনতাখাব হাদীস]

[এই কালেমার অন্যান্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৩২**]

অন্ধ, পাগল, কুষ্ঠরোগ ও প্যারালাইসিস থেকে হেফাযতের আমল ।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করবে,

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ •

অর্থঃ মহান আল্লাহ অতি পবিত্র তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং নেক কাজ করার সামর্থ্য কারো নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ।

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্ধ হওয়া, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও প্যারালাইসিস থেকে হেফাযত করবেন ।

[আমালিয়াত কা ফাযায়েল, এস্তেগফারের সুফল]

২৩

যে কোন প্রকার যাদু থেকে নিরাপদ থাকার আমল ।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করার বরকতে সকল প্রকার যাদু থেকে নিরাপদ থাকা যায় ।

সূরা ইউনুছ [আয়াত ৮১-৮২]

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

অর্থঃ (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু - এবার

আল্লাহ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। (৮২) আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। [এস্তেগফারের সুফল]

২৪ দ্বীন-ঈমান, জান-মাল আওলাদ-পরিজন আল্লাহর হেফাজতে রাখার আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করে,

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ وَوَلَدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ •

এর বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা তাহার দ্বীন-ঈমান, জান-মাল, আওলাদ-পরিজনকে হেফাজতে রাখেন এবং আমলকারীর অন্তরকে তাদের ব্যাপারে পেরেশানী ও উদ্বেগ মুক্ত রাখেন। [এস্তেগফারের সুফল]

২৫

জালেমের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার এবং দীর্ঘায়ূ লাভের আমল ।

সকাল ও সন্ধ্যায় অন্তত: ১ বার করে পাঠ করা

❑ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির কোন বাদশাহের জুলুমের ভয় হয় বা কোন হিংস্র জন্তুর বা সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভয় হয়, সে যদি সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করে তবে ইনশাআল্লাহ তার কোন ক্ষতি হবে না । [ফাযায়েলে সাদাকাত]

এক সাহাবীর একটি ঘটনা

অনেক হাদীসে এই ঘটনা উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) এর পুত্রকে কাফেররা বন্দি করল এবং চামড়ার রশি দ্বারা খুব মজবুৎ করে বেঁধে রাখল । তার উপর অত্যন্ত কঠোর নির্যাতন করা হতো । তাকে ক্ষুধার্ত রাখা হতো । তিনি তার পিতার নিকট কোন রকমে নিজের অবস্থা জানিয়ে খবর পাঠালেন, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি দোয়ার জন্য আবেদন করেন । যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, তখন বললেন, তার নিকট এই বলে পাঠাও যে, সে যেন আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করতে থাকে (তাকওয়া অবলম্বন করে) এবং আল্লাহ তা'য়ালারই উপর তাওয়াক্কুল করে এবং **সকাল-সন্ধ্যা** এই আয়াত

সূরা তাওবার শেষ দু'টি আয়াত

[আয়াত ঃ ১২৮-১২৯]

لَقَدْ جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَئُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ز لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

অর্থঃ (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁহার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

পড়তে থাকে। তার নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি এই আয়াত পড়তে শুরু করলেন। একদিন আপনা আপনিই সেই রশি ছিড়ে গেল। তিনি বন্দিদশা থেকে ছুটে পালিয়ে আসলেন এবং কাফেরদের বেশ কিছু পশু ইত্যাদিও ধরে নিয়ে আসলেন। আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) এর পুত্রের এই ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে কারীমা নাযিল হয়।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا-وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থ: আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে

নিস্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক করে দিবেন। [সূরা তালাক]

সত্যিই সেই সাহাবীর এই ধারণাও ছিল না যে, এই কাফের, যে কঠিন জুলুম করছে-তারই সম্পদ থেকে তার রিযিক নির্ধারিত রয়েছে। [ফাযায়েলে সাদাকাত]

■ অন্য এক হাদীসে উক্ত ঘটনায় বেশী করে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-ও পড়তে বলা হয়েছে।

নেক আমলে আয়ু বাড়ে।

● হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ননা করেন, কোন ব্যক্তি যে দিন উক্ত আয়াতদ্বয় **সকালে** পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটবেনা এবং কেউ **সন্ধ্যায়** পাঠ করলে পববর্তী সকাল পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটবেনা এবং সে গুরুতর কোন আহতও হবে না।

● হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তকদিরের ফয়সালা পরিবর্তন করতে

পারে না। নেকী ব্যতীত কোন কিছুই আয়ু বাড়াতে পারে না। পাপ করার কারণে মানুষ জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়। [আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুনতাখাব হাদীস]

হাদীসের অর্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করবে। আল্লাহর নিকট যা চাবে আল্লাহ তা'য়ালা তা-ই দিবেন। হাদীসে রয়েছে, দোয়া করার বিষয়ও আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ থাকে। একইভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এই রকমের সিদ্ধান্ত থাকে যে, একজন লোকের বয়স ধরা যাক ৬০ বছর। সেই ব্যক্তি নেকী করল, যেমন হজ্ব করল, তারপর তাহার বয়স ২০ বছর বাড়িয়ে দেয়া হল। ফলে সে ৮০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবে। [মেরকাত / মুনতাখাব হাদীস]

● পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে আয়ু বাড়ে।

[মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম]

● আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আয়ু বাড়ে।

[বুখারী, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, মুসনাদে আহমদ]

[এই আয়াতদ্বয়ের অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **৬৯**]

চাকুরী হারানো কিংবা কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা ও উদ্ধার পাওয়ার আমল

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ এই দরূদ শরীফ পাঠকারীকে আল্লাহ তা'য়ালা কঠিন বিপদ থেকে হেফাযত করেন ও উদ্ধার করেন।

[এস্তেগফারের সুফল]

এটা দরূদ ও মুনাজাত উভয় প্রকারে পড়া যায়। **নিয়মিত পাঠে চাকুরী হারানোর ভয় থাকে না।** এর বরকতে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, বালা মুসীবত, বিপদাপদ, অভাব অভিযোগ হতে নাজাত পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন মিটে যায়। এ কারণেই ইহার নামকরণ হয়েছে "দরূদে তুনাজ্জিনা"।

■ যে কেউ কোন রোগে আক্রান্ত হলে কিংবা চাকুরী হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিলে কিংবা মামলায় ন্যায্য ভাবে জয়ের আশা না থাকলে তখন খালেছ দিলে বিনয়ের সাথে ১,০০০ বার এটা পাঠ করবে।

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ•

অর্থঃ আয় আল্লাহ! রহমত বর্ষণ কর ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদের উপর। এমন রহমত যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে সমস্ত ভয়ভীতি ও বিপদাপদ হতে মুক্তি

দান করবে এবং যা দ্বারা আমাদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করবে এবং যাহা দ্বারা আমাদেরকে সকল মন্দ কাজ হতে পবিত্র করবে এবং যা দ্বারা আমাদেরকে তোমার নিকট সর্ব্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবে এবং যা দ্বারা আমাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে সকল প্রকার মঙ্গলময় সোপানের সর্বশেষ সীমারেখায় পৌঁছে দিবে। বস্তুতঃ তুমি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

দরূদে তুনাজ্জিনা ◆ সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা

শায়খ সালেহ মুসা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন নৌকায় চড়ে সমুদ্রপথে সফর করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় উঠল। নৌকার সমস্ত আরোহীগণ প্রাণ ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আমার কিন্তু এই বিপদকালেও কিছু তন্দ্রাবোধ হলো। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, নৌকার সমস্ত যাত্রীকে ১০০০ বার এই দরূদ শরীফ (দরূদে তুনাজ্জিনা)

পাঠ করতে বলো। আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। তখনি আমি সবাইকে আমার স্বপ্নের সংবাদ জানিয়ে, ঐ দরূদ শরীফ পড়তে লাগলাম আমাদের সকলের প্রায় ৩০০ বার পড়া হয়েছে এমন সময় দেখা গেল যে, ঝড় কেটে গেছে এবং সমস্ত ভয়ভীতির অবসান ঘটেছে।

হাসান ইবনে আলী উসওয়ানী (রহঃ) বলেন, এই দরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করা প্রত্যেক আপদ-বিপদ দূর করার জন্য যথেষ্ঠ।

[আল্লামা ফাকেহানী'র আল-ফজরুল মুনীর কিতাবে বর্ণিত মাসিক মদীনা, মার্চ ২০০৯]

২৭ রাতে যে কোন প্রকার বিষাক্ত প্রাণীর ক্ষতি থেকে হেফাজতের আমল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৩ বার পাঠ করা

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রাতে

সূচীপত্র

বিচ্ছুর কামড়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সন্ধ্যায় যদি তুমি এই কথাগুলো পাঠ করতে

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার সমস্ত (উপকারী ও শেফাদানকারী) কালেমা দ্বারা তাঁর সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

তবে বিচ্ছু তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না।

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে তিন (৩) বার উক্ত দোয়া পাঠ করবে সেই রাতে কোন প্রকার বিষ তার ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত সুহাইল (রাঃ) বলেন, আমাদের পরিবারের সকলে এই দোয়া মুখস্ত করে রেখেছিল। তারা প্রতি রাতে এই দোয়া পাঠ করতো। এক রাতে

একটি মেয়েকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলেও সে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেনি। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখ্য, যে সকল শিশুরা এই দোয়া পড়তে পারে না, অন্য কেউ এই দোয়া পড়ে তাদের শরীরে ফুঁ দিলে শিশুদের জন্যও সমান ফলদায়ক হবে। এটা পরীক্ষিত।

নফসের খারাপ চিন্তা ভাবনা থেকে হেফাযতের আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কতজন মা'বুদের বন্দেগী কর? তিনি বললেন, ৭ জনের বন্দেগী করি। ৬ জন জমিনে থাকে, একজন আকাশে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম জিজ্ঞেস করলেন,

তুমি আশা এবং ভয়ের অবস্থায় কাকে ডাকো ? তিনি বললেন, সেই মাবুদকে যিনি আকাশে থাকেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হোসাইন তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে ২টি কালেমা শিখিয়ে দিব, এই ২টি কালেমা তোমার উপকারে আসবে । ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে রাসূল! আপনি আমাকে সেই দু'টি কালেমা শিখিয়ে দিন যার ওয়াদা আপনি করেছিলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল-

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার কল্যাণ আমার অন্তরে স্থাপন করুন এবং আমার অন্তরের অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন ।

[তিরমিযী/ মুন্তাখাব হাদীস]

২৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভ করার আমল ।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর সকাল সন্ধ্যা ১০ বার দরূদ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে ।

[তাবরানী, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ / মুনতাখাব হাদীস]

[দরূদ শরীফ ঃ পৃষ্ঠা ৭৯, ১১৬, ১২৮, ১৩৫-১৩৮, ১৯৯, ২০৭]

৩০

দিনে-রাতে ছুটে যাওয়া আমলসমূহের সওয়াব প্রাপ্তির আমল ।

সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (সূরা রূমের ১৭,১৮ ও ১৯) এই তিনটি আয়াত পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

অর্থঃ (১৭) অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং

এভাবেই তোমাদেরকে [কেয়ামতের দিন কবর হতে] উত্থিত করা হবে।

তাহার সেই দিনের (নিয়মিত আমল ইত্যাদি) যা ছুটে যাবে উহার সওয়াব সে পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই আয়াত গুলি পড়ে নিবে তার সেই রাতের (নিয়মিত আমল) যা ছুটে যাবে সে উহার সওয়াব পেয়ে যাবে। [আবু দাউদ /মুনতাখাব হাদীস]

৩১

শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকার আমল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করা

■ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নের দরূদ শরীফ ৩ বার করে পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

[আমালিয়াত কা ফাযায়েল]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত নবূয়তী জীবনের সমন্বিত দোয়া।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ নিম্নোক্ত দোয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তী তেইশ বছরের সমস্ত দোয়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [এস্তেগফারের সুফল]

জামে দোয়া [সর্বপ্রকার কল্যাণের দোয়া]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ •

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় প্রার্থনা করছি যে সকল বিষয় আপনার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার নিকট প্রার্থনা করেছেন এবং ঐ সকল বিষয় থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যে সকল বিষয় থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। আপনিই সাহায্যকারী এবং উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছা আপনারই কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং সৎ কাজ করার সামর্থ্য কারো নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

[তিরমিযী]

৩৩

হযরত মুসা (আঃ) এর দোয়া।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করা

■ হযরত হাসান (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাব না যা আমি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট কয়েকবার শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই শুনাবেন। হযরত সামুরা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ، وَاَنْتَ تَهْدِيْنِىْ، وَاَنْتَ تُطْعِمُنِىْ، وَاَنْتَ تَسْقِيْنِىْ، وَاَنْتَ تُمِيْتُنِىْ، وَاَنْتَ تُحْيِيْنِىْ•

অর্থঃ হে আল্লাহ ! তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। তুমিই আমাকে হেদায়েত দান করেছ। তুমিই আমাকে খাওয়াও, তুমিই আমাকে পান করাও। তুমিই আমাকে মৃত্যুদান করবে এবং তুমিই আমাকে জীবিত করবে।

সকাল সন্ধ্যা পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সে যা চাবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দান করবেন।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ) প্রতিদিন সাত (৭) বার এই কথাগুলো পাঠ করে দোয়া করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে যা চাইতেন আল্লাহ তায়ালা তা-ই দান করতেন। [তাবারানী/ মুনতাখাব হাদীস]

৩৪ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া।

সকালে ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা উত্তম

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! এই কালেমাগুলোর মধ্যে সকল প্রকার দোয়া রয়েছে। এগুলোর অর্থ পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের জরুরী বিষয়াদি এবং সমস্ত প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলো তুমি অপরিহার্য করে নাও এবং পাঠ কর। কালেমাগুলো এই,

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ

وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ شَرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَسأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ، وَاَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَاَسْاَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا •

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ কল্যাণ প্রার্থনা করছি বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সকল অনিষ্ট থেকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং এমন কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই, এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি আপনার নিকট সেই বিষয় প্রার্থনা করছি, যা আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করেছেন। আমি আপনার কাছে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার প্রার্থনা, আমার জন্যে যে বিষয়ের ফয়সালা করেন, তার পরিণাম আমার জন্যে শুভ করে দিন।

[এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, দোয়াটি মুস্তাদরাকে হাকেমেও বর্ণিত হয়েছে]

৩৫

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দোয়া।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করা

■ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বললেন, মনোযোগ দিয়া আমার উপদেশ শ্রবণ করো। সকাল সন্ধ্যায় তুমি এই দোয়া পড়িও-

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِى اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ•

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব, হে জমিন আসমান এবং সমগ্র মাখলুকের রক্ষাকারী, আপনার রহমতের উছিলায় আমি ফরিয়াদ করছি যে, আমার সকল কাজ সংশোধন করে দিন এবং আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নফসের সোপর্দ করবেন না। [মুস্তাদরাকে হাকেম / মুনতাখাব হাদীস]

৫ম অধ্যায়

সর্বদা আদায়যোগ্য আমল

■ "তাহারাই বুদ্ধিমান, যাহারা দাঁড়াইয়া বসিয়া শায়িত সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জিকির করে।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯১]

■ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য আফসোস করবে না, শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য আফসোস করবে, যেই সময়টুকু আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত করেছে।

[তাবারানী, বায়হাকী, জামে সগীর / মুনতাখাব হাদীস]

এই অধ্যায়টি রচনার উদ্দেশ্য।

প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাসে যে কোন কালেমা কিংবা যে কোন দরূদ কিংবা যে কোন এস্তেগফার পাঠ করা। আমরা প্রতিদিন কিছু নির্ধারীত সময়ের ফরয কিংবা

নফল এবাদতে মনোনিবেশ করি। যেমনঃ যে কোন নামায, কোরআন তিলাওয়াত, সকাল সন্ধ্যা-তাসবীহ, ক্ষেত্র বিশেষ মাসনূন দোয়া পড়া ইত্যাদি। উক্ত আমলগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে এবং কখনও অযু করে প্রস্তুতি নেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। ২৪ ঘন্টার বাকীটা সময়ের মধ্যে ওযু থাকা বা না থাকা অবস্থায় অনেক সময়ই হয়তো আমরা গাফেল থাকি বা অন্যকিছু করতে থাকি। যদি তাই হয়, তাহলে উপরের হাদীসটি অনুযায়ী এই সময়ের জন্য জান্নাতেও আফসোস করতে হবে। আর এই সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে যাই হোক, আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী বুদ্ধিমান হওয়া যাবে। সূতরাং ওযু থাকা বা না থাকা অবস্থায় সর্বদা আমরা যে কোন জিকির দ্বারা জিহ্বাকে সিক্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। সূফীগণের পরিভাষায় ইহাকে বলে 'পাছ আনফাছ' অর্থাৎ, **ইহার অভ্যাস করা যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির ব্যতীত না ভিতরে যায়, না বাহিরে আসে।**

০১

কুরআন পাঠের পর সর্বোত্তম জিকির।

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ৪টি কালেমা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়

(১) سُبْحَانَ اللّٰهِ (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

(৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (৪) اَللّٰهُ اَكْبَرُ

যে কোন কালেমা ইচ্ছা হয় প্রথমে পড়। (আর যে কালেমা ইচ্ছা হয় পরে পড়। কোন অসুবিধা নাই)।

[মুসলিম/মুনতাখাব হাদীস]

এক রেওয়ায়েতে আছে, এই ৪টি কালেমাই কুরআন মজীদের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এইগুলি কুরআন মজীদেরই কালেমা। [মুসনাদে আহমদ /মুনতাখাব হাদীস]

[উপরোক্ত চারটি কালেমা একত্রে পাঠ করার নিয়ম দেখুন পৃষ্ঠা ৯৮ এবং বিস্তারীত ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা ১০১-১০৪]

■ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার দুটি কালেমা। এই দুটির একটি (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)-তো **আরশে পৌঁছার আগে কোথাও থামে না,** আর দ্বিতীয়টি (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) **আসমান জমীনের মধ্যবর্তী শুন্যস্থানকে (নূর বা নেকী দ্বারা) ভর্তি করে দেয়।** [তাবারানী, তারগীব / মুনতাখাব হাদীস]

■ বনু সুলাইম গোত্রীয় এক সাহাবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা গুলো আমার হাতে অথবা নিজ হাতে গণনা করে বলেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা **অর্ধেক পাল্লাকে ভর্তি করে দেয়** এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা **সম্পূর্ণ পাল্লাকে নেকী দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়** এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সওয়াব জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শুন্যস্থানতে ভরপুর করে দেয়। [তিরমিযী/মুনতাখাব হাদীস]

০২

সাত আসমান-সাত যমীনের চেয়েও ওজনে ভারী হবে যে আমল

সর্বদা এই জিকির দ্বারা জিহ্বাকে তরুতাজা রাখা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।

■ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে এমন কোন ওজীফা শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাক। তিনি আরজ করলেন, হে পরোয়ারদিগার! ইহা তো সকলেই পড়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা পূণরায় বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাক। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাচ্ছি যা একমাত্র

আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হল, হে মূসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়ালা পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে।

[তারগীব : নাসাঈ, হাকিম/ ফাযায়েলে আমাল]

সর্বোত্তম যিকির হইল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম যিকির হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বোত্তম দোয়া হল, 'আল-হামদুলিল্লাহ'।

[মিশকাত: তিরমিযী, ইবনে মাজাহ/ ফাযায়েলে আমাল]

০৩

সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত।

বিস্তারীত জানতে পড়ুন, পৃষ্ঠা ১০৫-১৩৮।

০৪

সর্বদা এস্তেগফার পাঠের গুরুত ও ফযীলত।

বিস্তারীত জানতে পড়ুন, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৫২।

০৫

দোযখের আগুন থেকে নিজের কিংবা অন্যের জন্য নাজাত পাওয়ার আমল।

সর্বমোট ৭০,০০০ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।

■ শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার (৭০,০০০) বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে সে দোযখের আগুন থেকে নাজাত পেয়ে যায়। আমি এই খবর শুনে এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়লাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়ে আখেরাতের সম্বল করে রাখলাম। আমাদের কাছে এক যুবক থাকত। 'তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশফ হয় এবং জান্নাত জাহান্নাম সে দেখতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ

সূচীপত্র

চিৎকার দিয়া উঠল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে বলল, আমার মা দোযখে জ্বলছে, আমি তাহার অবস্থা দেখতে পেয়েছি। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করতেছিলাম। আমার খেয়াল হল যে, একটি নেছাব তাহার মা'র জন্য বখশিস করে দেই। যা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হয়ে যাবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হতে একটি নেছাব তার মা'র জন্য বখশিস করে দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিস করেছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষনাৎ বলতে লাগল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়াছে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা থেকে আমার দু'টি ফায়দা হল, **১মটি-** 'সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যা আমি শুনেছি উহার অভিজ্ঞতা' আর **২য়টি-** 'যুবকের সত্যতার একীন হয়ে গেল'। [ফাযায়েলে আমাল]

০৬

মৃত্যুকালে কালেমা নসীব হওয়ার ২টি গুরুত্বপূর্ণ আমল ।

বেশী বেশী কালেমা পাঠ ও মিসওয়াক ব্যবহার করা

১.

মৃত্যুর পূর্বেই বেশী বেশী কালেমা পাঠের অভ্যাস রাখা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই ।

■ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা ইহা অন্তরে সত্য জেনে পাঠ করবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে ।সেই কালেমা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।'

[তারগীব ঃ হাকিম / ফাযায়েলে আমাল]

■ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে প্রথমে

তাদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ‘তালকীন’ কর। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে এবং শেষ কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে, যদি সে হাজার বৎসরও জীবিত থাকে তাকে কোন গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

“তালকীন” করা মানে মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে বসে কালেমা পড়তে থাকা-যেন উহা শুনে সে ব্যক্তিও পড়তে শুরু করে দেয়। ঐ সময় তার উপর কালেমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি না করা চাই। কারণ এ সময় মৃত্যুপথযাত্রী কঠিন কষ্টে লিপ্ত থাকে এবং বেশী চাপ সৃষ্টির ফলে তার মুখ থেকে খারাপ কোন কথাও বের হয়ে যেতে পারে।

উপসংহার // তবে বহু পরীক্ষিত বিষয় এই যে, তালকীনের দ্বারা বেশীরভাগ ফায়দা তখনই হয় যখন জীবিত অবস্থায়ও এই পাক কালেমার বেশী বেশী যিকিরের অভ্যাস রাখে। [ফাযায়েলে আমাল]

২.

নিয়মিত মিসওয়াক করা-কালেমা নাসীবের আমল

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের জন্যে কঠিন হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক উযূর সাথে মিসওয়াক ফরয করে দিতাম। [তাবারানী / নূরুল ঈমান]

■ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য গমন করতেন না, যে পর্যন্ত মিসওয়াক না করে নিতেন। [তাবরানী / নূরুল ঈমান]

■ বিজ্ঞ ওলামাগণ মিসওয়াক ব্যবহারের ৭০ টি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকারিতাগুলো হচ্ছে - (১) মিসওয়াক করলে দাঁত পরিস্কার হয়। (২) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। (৩) হযমশক্তি বৃদ্ধি পায়। (৪) দাঁতের রোগ হয় না। (৫) দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। (৬) মুখ থেকে সুঘ্রাণ বের হয়। (৭) মুখ পবিত্র হয়। (৮) দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি

পায়। (৯) আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীর উপর সন্তুষ্ট হন। (১০) ফেরেশতারা সন্তুষ্ট হন এবং মোসাফাহা করেন। (১১) শয়তান বেজার হয়। (১২) নেক কাজে মন রুজু হয়। (১৩) কফ দূর হয়। (১৪) ক্বোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারা যায়। (১৫) উযুর নিয়তে মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে মিসওয়াকবিহীন নামাজের চেয়ে প্রতি রাকায়াতে ৭০ গুন বেশী নেকী লাভ হয়। (১৬) বার্ধক্য দেরীতে আসে। (১৭) কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হয়। (১৮) মিথ্যা কথা, গীবত, চোগলখুরী, মোনাফেকী, তোহমত, হারাম খাওয়া, বিনা কারণে কথা বলা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে কষ্ট বোধ হয়। (১৯) মৃত্যুকালে কালেমা তাইয়্যেবা নাসীব হয়। (২০) মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয়। (২১) পুলসিরাত অতি সহজে পার হতে পারা যায়। [তরিকুল ইসলাম, ২য় খন্ড / মাসআলা ও মাসায়েল]

উল্লেখ্য, মিসওয়াক করা সুন্নত। ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিস্কার করলে দাঁত পরিস্কার করার সওয়াব হবে, পবিত্রতা অর্জনও হবে কিন্তু সুন্নত আদায় হবে না। [মাসআলা ও মাসায়েল]

০৭

একবার কালেমা শরীফ পাঠের ফযীলত ।

এই কালেমা আমৃত্যু যতবেশী পাঠ করা সম্ভব

■ হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যখন কোনো মুমিন বান্দা উচ্চারণ করেন কালেমা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ'র রাসূল ।

তখন তাঁর মুখ থেকে গাঢ় সবুজ বর্ণের পাখি বেশে দু'জন ফেরেশতা বের হয়ে আসেন । তাঁদের দুটি পাখা এতো বড়ে যে তা মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে সক্ষম । এই ফেরেশতা দু'জন ঊর্ধ্বজগতে আরশের নীচে পৌঁছে যায় । তাঁদের মুখ থেকে মধু-মক্ষিমার আওয়াজের ন্যায় গুন-গুন আওয়াজ বের হতে থাকে । আরশে-আজিমে বিদ্যমান ফেরেশতাগণ

এই দুই আগন্তুক ফেরেশতাকে বলতে থাকেন, চুপ হও! আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মহা পরাক্রমের প্রতি লক্ষ্য করে আওয়াজ বন্ধ কর! তখন আগন্তুক দুই ফেরেশতা বলেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যে পর্যন্ত কালেমা শরীফ পাঠকারী বান্দার সমস্ত গোনাহ মাফ করে না দেন, সে পর্যন্ত আমরা চুপ হতে পারি না। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, ''নিঃসন্দেহে আমি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছি।''

অতঃপর, আল্লাহ জাল্লা শানুহু উক্ত দুই ফেরেশতাকে সত্তর হাজার যবান দান করেন, যার দ্বারা তাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত কালেমাশরীফ পাঠকারী বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর এই দুই ফেরেশতা কালেমাশরীফ পাঠকারী বান্দার নিকট হাজির হয়ে তাঁর হাত ধরে তাকে 'পুলসিরাত' পার করে দিবেন।

[মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত 'পরকালের সম্বল'। মূল : হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রঃ)'র 'ফাওয়ায়েদুল মুরিদীন']

৯৯ টি রোগের ঔষধ এবং জান্নাতে চারাগাছ রোপণের আমল

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থঃ অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং সৎ কাজ করার সামর্থ্য কারো নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ।

■ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, মেরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট দিয়া গেলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, জিব্রাঈল! তোমার সঙ্গে ইনি কে? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, ইনি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন বললেন, আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলবেন, **তারা যেন জান্নাতে বেশী বেশী করে চারাগাছ লাগায়।**

জান্নাতের মাটি উত্তম এবং সেখানে যমিন প্রসস্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতের চারাগাছ কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।' [মোসনাদে আহমদ / মুনতাখাব হাদীস]

■ যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ে, এ দোআ তার ৯৯টি রোগের ঔষধ হবে। তম্মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হচ্ছে দুঃখ, চিন্তা ও পেরেশানী। [হিসনে হাসীন]

[এই কালেমার অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **১৮০**]

০৯ নিমিষেই কোটি কোটি তাসবীহ পাঠ করা।

যে কোন সময়ে যত বেশী সম্ভব

■ আবু দাউদ ও তিরমিযী'র হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন মহিলা সাহাবিয়ার কাছে

তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। তা দ্বারা তিনি তাসবীহ পড়ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলে দিব কি, যা এটা হতে (অর্থাৎ, কংকর গণনা হতে) সহজ অথবা এরূপ বললেন যে, ইহা হতে উত্তম হয়। তাহা হলঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ •

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করছি, আসমানে সৃষ্ট তাঁর মাখলুকের সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁর মাখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের (আসমান-জমিনের) মাঝে সৃষ্ট তাঁহার মাখলুকের সমপরিমাণ। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ যা তিনি সৃষ্টি করবেন। এবং ঐ সমস্তকিছুর সমপরিমাণ 'আল্লাহু আকবার', ঐ সমস্তকিছুর সমপরিমাণ 'আল-হামদুলিল্লাহ', ঐ সমস্তকিছুর সমপরিমাণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ঐ সমস্তকিছুর সমপরিমাণ 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। [আবু দাউদ, তিরমিযী / ফাযায়েলে আমাল]

১০ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দোয়া।

১০০ বার / প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলে তার আমলনামায় এক

লক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) নেকী লেখা হয়।

[মোস্তাদরাকে হাকেম / মুনতাখাব হাদীস]

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পছন্দনীয় তাসবীহ।

■ হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে বলব না যে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দীয় কালাম কি? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে বলে দিন যে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দীয় কালাম কি? এরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দীয় কালাম হল-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। [মুসলিম /মুনতাখাব হাদীস]

[এই কালেমার অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা ১৮৮]

১১ জান্নাতে খেজুর গাছ পাওয়ার আমল।

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থঃ মহান আল্লাহ অতি পবিত্র তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হয়। [তিরমিযী/মুনতাখাব হাদীস]

১২ জিহ্বায় অতি হালকা, পাল্লায় অতি ভারী।

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'টি কালেমা এমন আছে যা আল্লাহ

তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কালেমা দু'টি হলঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহ অতি পবিত্র।

[বোখারী/মুনতাখাব হাদীস]

১৩ ২০ লক্ষ নেকীর দোয়া।

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে, তার জন্য বিশ লক্ষ নেকী লেখা হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ •

[তারগীব ঃ তাবারানী / ফাযায়েলে আমাল]

১৪ সমস্ত নবী(আঃ)দের পাঠ করা কালেমা।

প্রতিদিন যখন খুশী যতবেশী সম্ভব

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া আরাফাতের দিনের দোয়া এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম কালেমা যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবী আলাইহিমুস সালামগণ বলেছেন। তা এই-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। সমগ্র রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

[তিরমিযি/মুনতাখাব হাদীস]

[এই কালেমার অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **১৭৫**]

১৫

নিজের জানাযায় এক লক্ষ দশ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণের আমল।

প্রতিদিন যে কোন সময় ২০০ বার / যত সম্ভব

■ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ওযূর সাথে **২০০** বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিম্মোক্ত নেয়ামতসমূহ দান করবেন।

- গজবের ৩০০ দরজা বন্ধ করে দিবেন।
- রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন।
- রিজিকের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন।
- আল্লাহ তাকে ইলম, ধৈর্য্য ও বুঝ দান করবেন।
- ৬৬ বার কুরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দান করবেন।
- ২০০ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।
- জান্নাতে বিশাল ২০টি মহল দান করবেন, যা নির্মিত হবে ইয়াকুত, মারজান ও জমরূদ দ্বারা।
- মৃত্যুর পর তার জানাযায় এক লক্ষ দশ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করবেন।

- দুই হাজার রাকায়াত নফল নামায পড়ার সওয়াব দান করবেন। [আমালিয়াত কা ফাযায়েল]
- ৫০০ বছরের এবাদতের সওয়াব দান করবেন। [দুররে মানসুর]

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

অর্থঃ (১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

[সূরা ইখলাসের অন্যান্য ফযীলত জানতে দেখুন পৃষ্ঠা **৭৩**]
[সর্বদা পাঠের জন্য ছোট্ট ছোট্ট সূরার ফযীলত পৃষ্ঠা **২৬০**]

৬ষ্ঠ অধ্যায়-১ম পরিচ্ছেদ

কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

■ “ আমার অবতীর্ণ এই কোরআন, মুসলমানদের জন্য **শেফা** ও **রহমত** ।” [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮২]

■ “ আপনি বলে দিন, নিঃসন্দেহে এই কোরআনকে রূহুল কুদ্দুস অর্থাৎ, জিবরাঈল আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে এনেছেন, যেন এই কোরআন ঈমানদারদের **ঈমানকে মজবুত করে** এবং এই কোরআন মুসলমানদের জন্য **হেদায়াত** ও **সুসংবাদ** ।”

[সূরা নাহল ঃ আয়াত ১০২]

যে ব্যবসায় কখনো লোকসান হয় না ।

“ যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও **লোকসান হয় না** ।”

[সূরা ফাতির ঃ আয়াত ২৯]

‘কোরআন তিলাওয়াত’ তাসবীহ, সাদকা এবং নফল রোযার চেয়েও উত্তম।

■ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, **নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করা** নামাযের বাহিরে তিলাওয়াত করা হতে উত্তম। আর **নামাযের বাহিরে তিলাওয়াত করা** তাসবীহ এবং তাকবীর হতে উত্তম। আর **তাসবীহ পড়া** সাদকা হতে উত্তম। আর **সাদকা** রোযা হতে উত্তম। আর **রোযা** দোযখ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ। [বায়হাকী / ফাযায়েলে আমাল]

কোরআন পাঠে মশগুলওয়ালা, জিকির ও দোয়াকারীর চেয়েও বেশী সওয়াব পাবে।

■ হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে জিকির করার ও দোয়া করার অবসর

পায় না, তাকে আমি সকল দোয়া করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশী দিয়া থাকি। আর আল্লাহ তা'য়ালার কালামের মর্যাদা সমস্ত কালামের উপর এমন, যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদা সমস্ত মখলুকের উপর।

[তিরমিযী, দারেমী, বায়হাকী / ফায়ায়েলে আমাল]

কোরআনের চেয়ে বড় সুপারিশকারী কেউ হবেনা। না কোন নবী, না ফেরেশতা।

■ হযরত সাঈদ ইবনে সুলাইম (রহঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কোরআনের চেয়ে বড় আর কোন সুপারিশকারী হবে না। না কোন নবী, না কোন ফেরেশতা, আর না অন্য কেউ। [শরহুল এহইয়া / ফায়ায়েলে আমাল]

■ হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কুরআন পড় । কারণ, কেয়ামতের দিন **কোরআন তাঁর পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসাবে আবির্ভূত হবে ।**

[মুসলিম / রিয়াদুস সালেহীন]

কোরআন পাঠে অন্তরের মরিচা দূর হয় ।

■ ❝ কখনো না; বরং তারা যা অর্জন করে, তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা জমিয়ে দিয়েছে । ❞

[সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ১৪]

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে যায়, যেমন লোহাতে পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়ে যায় । জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! **ইহা পরিস্কার করার উপায় কি?** তিনি বললেন, মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করা এবং কোরআন পাকের তিলাওয়াত করা ।

[বায়হাকী / ফাযায়েলে আমাল]

হাদীসে রয়েছে, তওবা ব্যতীত একের পর এক গোনাহ করতে থাকলে মানুষের অন্তর আস্তে আস্তে কালো দাগে ছেয়ে ফেলে [পৃষ্ঠা ১৪০]। ইহাই মরিচা। এই মরিচা আস্তে আস্তে অন্তরকে মন্দ কাজে ধাবিত করে।

কোরআন পাঠে প্রতি অক্ষরে কত নেকী!

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে এক অক্ষরের পরিবর্তে এক নেকী এবং একটি নেকীর সওয়াবে ১০ নেকী পাবে। আলিফ লাম মীমকে আমি একটি অক্ষর বলিনা। আলিফ একটি, লাম একটি এবং মীম একটি অক্ষর। অর্থাৎ, এখানে ৩টি অক্ষর। এর বিনিময়ে ৩০ নেকী পাওয়া যাবে।

[তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখিত হাদীসে "একটি নেকীর সওয়াবে ১০ নেকী পাবে"-এর অর্থ এই যে, প্রতি নেকীর বিনিময়ে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দশটি নেকীর ওয়াদা রয়েছে। যাহা সর্বনিম্ন পরিমাণ। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, " যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করবে সে তার দশগুন নেকী পাবে।"

[সূরা আনআম, আয়াত ১৬০]

■ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 'এহইয়াউল উলূম' কিতাবে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

- যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়ল সে প্রতি হরফে ১০০ নেকী পাবে,
- যে ব্যক্তি নামাযে বসে পড়ল সে প্রতি হরফে ৫০ নেকী পাবে,
- যে ব্যক্তি নামাযের বাহিরে ওযূর সাথে পড়ল সে ২৫ নেকী পাবে,
- আর যে ওযূ ছাড়া পড়ল সে ১০ নেকী পাবে,
- আর যে নিজে পড়েনি কিন্তু কান লাগিয়ে কোরআন তিলাওয়াত শুনেছে সেও প্রতিটি হরফের বদলে ১ টি করে নেকী পাবে। [ফাযায়েলে আমাল]

■ হযরত আউস ছাকাফী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, কোরআন শরীফ মুখস্ত পড়লে এক হাজার (১,০০০) গুণ সওয়াব এবং দেখে পড়লে দুই হাজার (২,০০০) গুণ পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি পায়। [বায়হাকী/ফাযায়েলে আমাল]

উক্ত হাদীসে বর্ণিত সওয়াব তিলাওয়াত কারীর অবস্থার উপর অর্থাৎ, কুরআন দেখা, কোরআন হাতে স্পর্শ করা, খুশু, মনোযোগ এবং অর্থ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। [ফাযায়েলে আমাল]

অন্য রেওয়ায়েতে মুখস্ত পড়াকে উত্তম বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মুখস্ত পড়লে যদি মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তার জন্য মুখস্ত পড়াই উত্তম।

শেষ কথা // আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত সওয়াব দান করেন। যেমন : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **“ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুন বাড়িয়ে দেন। ”**

[সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১]

না বুঝে কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে নাত্নীর আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা ।

আমেরিকা প্রবাসী একটি মুসলিম পরিবারের ঘটনা কম-বেশী এরকম ঃ নানা প্রতিদিন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন । ছোট্ট নাত্নী অনেক দিন দেখে দেখে হঠাৎ একদিন নানাকে প্রশ্নে জড়িয়ে ফেললেন ।

নাত্নী ☛ আচ্ছা নানা, তুমি যে প্রতিদিন কোরআন শরীফ পড়, তুমি যা পড় তার অর্থ কি বোঝ?

নানা ❑ না ।

নাত্নী ☛ তাহলে কেন পড়ছো ? যার অর্থই তুমি বোঝ না ।

নানা ❑ ঠিক আছে, আমি তোমাকে এর উত্তর একটু পরে দিচ্ছি । তার আগে তুমি কি আমাকে একটা কাজ করে দিবে ।

নাত্নী ☛ বলো, কি করতে হবে ।

নানা ❑ আমাকে ঐ ঝুড়িতে এক ঝুড়ি পানি এনে দিবে?

উল্লেখ্য, এখানে ঝুড়ি বলতে, কয়লা রাখার তলা ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ঝুড়িকে বুঝানো হয়েছিল। যা ছিল অত্যন্ত নোংরা এবং অপরিস্কার।

নাত্নী ☛ এটার তলায়তো ছিদ্র। এতে তো পানি আনা যাবে না।
নানা ❑ যাও। চেষ্টা করে দেখ। পানি ভরেই দৌড় শুরু কর, যতটুকু শেষমেষ নিয়ে আসা যায়।

নাত্নী বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল যাতে কিছুটা হলেও পানি নিয়ে আসা যায়, কিন্তু চার/পাঁচ বার চেষ্টা করেও সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল।

নানা ❑ এবার বলোতো এই ঝুড়িতে করে তুমি কি কোন পানি নিয়ে আসতে পেরেছ?
নাত্নী ☛ না, অসম্ভব। আমিতো আগেই বলেছি এটার তলা ছিদ্র।

নানা ❑ তা ঠিক। কিন্তু তুমি কি এই ঝুড়িটার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছো?

নাত্নী ☛ হ্যা, এটা অনেক নোংরা ছিল, কিন্তু এখন ঝুড়িটা পানিতে পরিস্কার হয়ে গেছে।

নানা ❑ ঠিক বলেছো। তাহলে এবার শোন, তুমি যেমন তলা ছিদ্র ঝুড়ি দিয়ে পানি আনতে পারোনি কিন্তু পানিতে ঝুড়িটা নিজে ধৌত হয়ে গেছে **ঠিক তেমনি, কোরআন না বুঝে পড়লেও** অন্তত: এতে পাঠকের অন্তরের গুনাহ গুলো ধৌত হয়ে অন্তর আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে যায়।

আর যদি তোমার ঝুড়িটার তলা ছিদ্র না থাকতো তাহলে তুমি ঐ পানি নিয়ে এসে নিজের ঝুড়ি এবং অন্যান্য থালা-বাটি-বাসন ধৌত করা, এমনকি অন্য লোকদেরকেও পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারতে। **ঠিক তেমনি, তেলাওয়াতকারী অর্থ বুঝে বুঝে পড়লে এবং তা আমল করলে** এটা শুধু পাঠকারীর গুনাহ-ই ধৌত করবেনা; বরং সেই এলেম ও আমল দ্বারা অন্য মানুষের গুনাহ ধৌত হওয়ারও উছিলা হয়ে যাবে।

[ইন্টারনেট থেকে]

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার তিনটি বিষয়।

■ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তিনটি বিষয় দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মা দূর হয় (১) মেসওয়াক করা (২) রোযা রাখা এবং (৩) কোরআন পাঠ করা। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২য় খন্ড]

কোরআনের হক কি?

'শরহে এহইয়া' কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **বছরে দুইবার খতম করা** কোরআনের হক। ইহা সর্বনিম্ন। [ফাযায়েলে আমাল]

কোরআন তিলাওয়াতের কতিপয় দৃষ্টান্ত।

❑ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় কোরআন তিলাওয়াত করতে করতে সারারাত কাটিয়ে দিতেন।

❑ হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কোন কোন সময় তিনি বেতেরের এক রাকাতে সমস্ত কোরআন শরীফ খতম করতেন।

❑ হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) এবং হযরত আবূ হাররাহ (রহঃ) উভয়েই রাত্র-দিনে এক খতম কোরআন শরীফ পড়তেন।

❑ মনসূর ইবনে যাযান (রহঃ) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর থেকে আসর পর্যন্ত আরেক খতম করতেন।

❑ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) রমযান শরীফে একষট্টি খতম করতেন। এক খতম দিনে, এক খতম রাতে এবং পুরা তারাবীর নামাযে এক খতম করতেন।

❑ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হযরত আসওয়াদ (রহঃ), হযরত সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) এবং হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) রমযানের বাহিরে দৈনিক এক খতম এবং রমযানে দৈনিক দুই খতম পড়তেন।

❑ হযরত সুলাইম ইবনে উতার (রহঃ) প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি প্রতি রাত্রে তিন খতম কোরআন শরীফ পড়তেন।

❑ ইমাম নববী (রহঃ) 'কিতাবুল আযকারে' বর্ণনা করেছেন যে, তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যা খতমের যে বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা হল ইবনুল কাতেব (রহঃ) রাত্র-দিন মিলিয়ে আটবার কোরআন খতম করতেন। [ফাযায়েলে আমাল]

কোরআন শরীফ নাযিলের কারণ।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, **কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে,** কিন্তু লোকেরা এর পড়া ও পড়ানোকেই আমল মনে করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআন পাঠ করে এবং এর একটি হরফও ছাড়ে না; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না।

[এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২য় খন্ড]

সকালের কোরআন তিলাওয়াত

❝ **সকাল-সন্ধ্যায়** তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, বিনয়, ভয় এবং নীচু স্বরে (কোরআন এবং তাসবীহ পাঠ করে) স্মরণ করতে থাক। আর আল্লাহর স্মরণে তোমরা অমনোযোগী হয়ো না। ❞

[সূরা আরাফ ঃ আয়াত ২০৫]

এই পরিচ্ছেদটি রচনার উদ্দেশ্য

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা কোরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব এবং কোরআনের হক পুরা করবার লক্ষ্যে, আমাদের যে বারবার কোরআন খতম করা জরুরী তার দৃষ্টান্তগুলি সাহাবাগণ এবং বুজুর্গানে দ্বীনদের জীবন থেকে উল্লেখ করেছি। সূতরাং তাদের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, বার বার কুরআন খতম করা অপরিহার্য। আর এই কুরআন খতমের জন্য তাঁরা রাত এবং দিনকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। আমরাও প্রাণপণে এটাই চেষ্টা করবো। তবে

যদি কেউ রাতের কোরআন তিলাওয়াতের আমল (পরবর্তী পরিচ্ছেদে) করতে গিয়ে, উক্ত রাতে যদি কুরআন খতমের জন্য ধারাবাহিক নিয়মিত তিলাওয়াত করার সময় একান্তই না পায়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য সকালে বা দিনের বেলায় কোরআন খতমের আমল কোনভাবেই পরিহার করা সমীচীন নয়। সূতরাং, এই পরিচ্ছেদটির **উদ্দেশ্য হল, দিনের বেলায় কোরআন খতমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য খতমের উদ্দেশ্যে নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করা এবং রাতেও ফযিলতপূর্ণ সূরাগুলোর পাশাপাশি কোরআন খতমের আমলেও যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকা।** অল্প সময় হলেও সকাল-সন্ধ্যায় কোরআন তিলাওয়াত করা সম্ভব হলে উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী কোরআনের একটি আয়াতের উপর আমল হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

০১ **সর্বোত্তম আমল কি?** // হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ জিজ্ঞেস করল সর্বোত্তম আমল কি? তিনি

বললেন, "হাল মুরতাহিল"। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হাল-মুরতাহিল কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সেই কোরআনওয়ালা, যে প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে এবং শেষ করার পর আবার শুরুতে পৌঁছে এবং যেখানে থামে সেখান থেকে আবার সামনে অগ্রসর হয়।

[তিরমিযী, হাকিম/রহমতে মুহদাত//ফাযায়েলে আমাল]

'হাল' অর্থ মঞ্জিলে আগমনকারী। 'মুরতাহিল' অর্থ যাত্রা আরম্ভকারী। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ একবার খতম করার সাথে সাথেই আবার দ্বিতীয় খতম শুরু করে দেয়া। এরপর আবার যেখানে থামে সেখান থেকে আবার নিয়মিত সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া।

■ **কোরআন শরীফ খতমের নিয়ম** // হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস পড়তেন, তখন সাথে সাথে সূরা বাকারার 'মুফলিহূন' পর্যন্তও পড়তেন। অতঃপর কোরআন খতমের দোয়া করতেন। [দারিমি/শরহে এহইয়া, ইতকান//ফাযায়েলে আমাল]

আমাদের দেশেও কোরআন খতম করার পর 'মুফলিহূন' পর্যন্ত পড়ার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে লোকেরা এটাকে আদব মনে করে, কিন্তু পরে আর খতম পুরা করার এহতেমাম করে না। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং উদ্দেশ্য হল একবার খতম করার পর পূণরায় শুরু করা এবং প্রত্যেকবার শুরু করাকে আবার খতম পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবারো শুরু করা।

■ **কোরআন শরীফ খতমের প্রকার //** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্র কোরআন যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে খতম করে, সে ভালোভাবে কোরআন বুঝতে পারে না। [আবু দাউদ]

সাধারণ লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত কথা বলেছেন। অন্যথায় কোন কোন সাহাবীর ব্যাপারে প্রমাণ আছে, তাঁরা তিন দিনের কম সময়েও কোরআন খতম করেছেন।

[মুনতাখাব হাদীস]

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কোরআন খতমের চারটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

(১) দিবা-রাত্রে এক খতম করা। একে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।

(২) সপ্তাহে দুই খতম। এ অবস্থায় মোস্তাহাব হচ্ছে, এক খতম দিনে এবং এক খতম রাতে শুরু করা।

(৩) সপ্তাহে এক খতম করা।

(৪) প্রত্যহ এক পারা পড়ে মাসে এক খতম করা।

[এহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

সকালে "সূরা ইয়াসিন" পাঠকারীর

০২ সারাদিনের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে।

■ হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রাঃ) বলেন যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, তার সারা দিনের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। [দারিমি]

১০ মিনিটে ১০ খতম কোরআন পাঠের সওয়াব ।

■ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিষের একটি দিল থাকে। কোরআন শরীফের দিল হল সূরা ইয়াসিন । কেউ একবার সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে তার জন্য দশবার কোরআন খতমের সওয়াব লেখা হয় ।

[তিরমিযি, দারিমি]

প্রত্যেক ব্যক্তির সূরা ইয়াসিন মুখস্ত রাখা উচিৎ ।

■ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার মন চায় আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে সূরা ইয়াসিন থাকুক । [বাযযার]

সূরা ইয়াসিন মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব করে দেয় ।

■ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর যে কোন ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয়ে যাবে। [কুরতুবী]

পেছনের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

■ হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার মুযানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে তাহার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের মুর্দাদের উপর এই সূরা পাঠ কর। [বায়হাকী]

মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য সূরা ইয়াসিন পাঠের তাকীদ।

■ হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার মুযানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুর্দাদের উপর এই সূরা পাঠ কর। [আবু দাউদ]

[রাত্রে সূরা ইয়াসিন পাঠ করার ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৬৫**]

৬ষ্ঠ অধ্যায়-৩য় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার কোরআন তিলাওয়াত

❝ **সকাল-সন্ধ্যায়** তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, বিনয়, ভয় এবং নীচু স্বরে (কোরআন এবং তাসবীহ পাঠ করে) স্মরণ করতে থাক। আর আল্লাহর স্মরণে তোমরা অমনোযোগী হয়ো না। ❞

[সূরা আরাফ ঃ আয়াত ২০৫]

রাতে ১০ টি আয়াত পাঠ করা

০১

সমস্ত দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

■ হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়েদ এবং হযরত তামিম দারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রাতে দশটি আয়াত পাঠ করে তার জন্য এক কেনতার সওয়াব লেখা হয়। এক কেনতার, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

[তাবারানী / মুনতাখাব হাদীস]

■ যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে, সে উক্ত রাত্রে এবাদত হতে গাফেল লোকদের মধ্যে গণ্য হবে না। [মোস্তাদরাকে হাকেম / মুনতাখাব হাদীস]

রাতে ১০০ টি আয়াত পাঠ করা

০২ **সারারাত এবাদতকারী হিসেবে গণ্য।**

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে সারারাত এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। [মোস্তাদরাকে হাকেম]

০৩ " সূরা এখলাস " **কোরআনের এক তৃতীয়াংশ**

[সূরা ইখলাসের আরো ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩ ও ২৩৭]

" সূরা নাছর " **কোরআনের এক চতুর্থাংশ**

" সূরা কাফিরূন " **কোরআনের এক চতুর্থাংশ**

[সূরা কাফিরূনের অন্যান্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা ২৮৭]

" সূরা যিলযাল " **কোরআনের অর্ধেক।**

■ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদের মধ্য থেকে কোন এক সাহাবী (রাঃ)কে বললেন, হে অমুক, তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিবাহ করিনি। আর আমার নিকট এই পরিমাণ মালসম্পদ নেই যে, বিবাহ করতে পারি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ মুখস্ত নেই? আরজ করলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করলেন, এটা কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। জিজ্ঞেস করিলেন, তোমার কি সূরা اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ মুখস্ত নেই? আরজ করলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করলেন, এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সূরা قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ মুখস্ত নেই? আরজ করলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করলেন, এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সূরা اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ মুখস্ত নেই? আরজ করলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ

করলেন, এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। বিবাহ করে নাও। বিবাহ করে নাও।

[তিরমিযী/মুনতাখাব হাদীস]

উল্লেখ্য, তিরমিযী শরীফের অন্য এক রেওয়ায়েতে إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ কোরআনের অর্ধেকের সমতুল্য বলা হয়েছে। [মুনতাখাব হাদীস]

০৪ " সূরা তাকাছুর " ১,০০০ আয়াত সমতুল্য

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি কোরআনের এক হাজার আয়াত প্রতিদিন পাঠ করার শক্তি রাখে না? সাহাবা (রাঃ) আরজ করলেন, কার এ শক্তি আছে যে, প্রতিদিন একহাজার আয়াত পাঠ করবে? এরশাদ করলেন, তবে কি তোমাদের কেউ এতটুকু পারে না যে সূরা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে নিবে?

[মোস্তাদরাকে হাকেম / মুনতাখাব হাদীস]

"সূরা মূলক"

০৫

কবর আযাব থেকে বিরত রাখবে এবং কেয়ামতের দিন শাফায়াত করবে।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন সাহাবী এক কবরের পাশে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। তিনি জানতেন না, সেখানে কবর রয়েছে। হঠাৎ সেই জায়গায় কেউ "**সূরা মুলক**" পাঠ করছে শুনতে পেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে একথা জানালেন। এ কথাও জানালেন, আমি সূরা মুলকের পুরোটাই কোন এক ব্যক্তিকে পাঠ করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সূরা আল্লাহ তা'য়ালার আযাব হতে বিরত রাখে ও কবরের আযাব হতে নাজাত দেয়। [তিরমিযী/মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্র কোরআনে ৩০ আয়াতের এমন একটি সূরা রয়েছে,

যে ব্যক্তি সেই সূরা পাঠ করবে সেই সূরা তার জন্য শাফায়াত করবে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করা হবে। সেই সূরা হচ্ছে "সূরা তাবারাকাল্লাযী" (সূরা মুলক)।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, আহমদ / ফাযায়েলে আমাল]

"সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা" ও "মূলক"

পাঠ না করা পর্যন্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন না।

■ হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "**সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা**" এবং "**সূরা মূলক**" এই দুটি সূরা পাঠ না করা পর্যন্ত রাতে শয়ন করতেন না। [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

■ এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তীকালে "সূরা তাবারাকাল্লাযী" (অর্থাৎ সূরা মূলক) এবং "আলিফ লাম মীম সিজদা" পাঠ করল, **সে যেন লাইলাতুল কদরে জেগে থেকে এবাদত বন্দেগী করল**। [ফাযায়েলে আমাল]

“সূরা ইয়াসিন”

০৭

পাঠ শেষে মারা গেলে সে শহীদ হবে ।

■ যে ব্যক্তি রাতে “**সূরা ইয়াসিন**” পাঠ করল অত:পর মারা গেল, সে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল । [তাবারানী]

■ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে “**সূরা ইয়াসিন**” পাঠ করে যার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ তা’য়ালার সন্তুষ্টি, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে । [ইবনে হিব্বান]

[সকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করার ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **২৫৬**]

“সূরা ইয়াসিন” এবং “সূরা দুখান”

০৮

ক্ষমা প্রাপ্তির আমল ।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে “**সূরা ইয়াসীন**” পাঠ করে তাকে সকালে ক্ষমা

করে দেয়া হয় এবং যে "**সূরা দুখান**" পাঠ করে তাকেও সকালে মাফ করে দেয়া হয়। [ইবনে কাসীর]

" সূরা ওয়াকেয়া "

০৯

পাঠকারী কখনো অভাবগ্রস্থ হবে না।

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিরাতে "**সূরা ওয়াকেয়া**" পাঠ করবে সে কখনো অভাবগ্রস্থ হবে না। [বায়হাকী]

সূরা হাদীদ, ওয়াকেয়া এবং আর রহমান

১০

পাঠকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা।

সূরা ওয়াকেয়ার ফাযায়েল বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি **সূরা হাদীদ, সূরা ওয়াকেয়া এবং সূরা আর-রহমান** তিলাওয়াত করে, সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা অভিহিত হয়। [ফাযায়েলে আমাল]

ঘুমের আগে ৭টি আমল

ঘুমের আগে ওযু করে নেয়া

০১

ফেরেশতার দেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে ঘুম।

ঘুমের আগে [মিসওয়াক করে] ওযু করে নেয়া

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু করে শয্যা গ্রহণ করে, ফেরেশতা তাহার দেহের সাথে দেহ মিলিয়ে রাত্রি যাপন করে। সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে উঠলে ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে। সেই দোয়ায় ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে ওযু অবস্থায় নিদ্রা গিয়েছে।

[ইবনে হিব্বান / মুনতাখাব হাদীস]

■ ওযুসহ নিদ্রা যাওয়ার পর ঘুম থেকে জেগে দুনিয়া আখেরাতের যে কোন কল্যাণ কামনা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই উহা দান করেন। [আবু দাউদ]

শয়তানের শেখানো আমল।

০২ ঘুমের আগে হেফাযতকারী নিযুক্ত করা।

ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী ১ বার

■ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত, সদকায়ে ফিতর সংরক্ষণ ও পাহারা দিবার দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং খাদ্যবস্তু তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম, 'আমি তোমাকে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করবো।' সে বলল, 'আমি একজন অভাবী। সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে আছে এবং প্রয়োজনো আমার খুব বেশী।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল?' আমি বললাম, 'ইয়া

রাসূলুল্লাহ! সে তার অভাব এবং সন্তানদের কথা বলল, তাই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘সে অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে আবার সে আসবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথায় আমি জানতে পারলাম, সে আবার আসবে। তাই আমি তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম, ‘তোমাকে আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট উপস্থিত করবো।’ সে বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও। কারণ আমি অভাবী আর সন্তানদের বোঝাও আমার উপর রয়েছে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসবোনা।’ তার অনুরোধে দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আবু হুরায়রা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কি করল?’ আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে অভাব এবং সন্তানপালনের ব্যয়ভারের অভিযোগ করল। তাই দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।’

তিনি বললেন, 'অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার আসবে।' এরপর আমি তৃতীয়বারের মত তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্যবস্তু সরাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, 'এবারে অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির করবো। কারণ, এই নিয়ে তিন বার তুমি বলেছ যে, তুমি আর চুরি করবেনা। কিন্তু প্রত্যেকবারই তুমি চুরি করতে আস।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দেব যার ফলে আল্লাহ আপনাকে লাভবান করবেন।' আমি বললাম, 'সে গুলো কি?' সে বলল, 'যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পড়বেন। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর সবসময় একজন হিফাজতকারী নিয়ুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার নিকটে ঘেঁসতেই পারবেনা-এভাবে সকাল হয়ে যাবে।' একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এসে আমাকে বললেন, 'গতরাতে তোমার কয়েদী কি করল?' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিবে যার ফলে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলি কি?' আমি বললাম, 'সে আমাকে বললো, 'আপনি বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়বেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।" আর সে আমাকে এও বলেছে, 'এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হিফাজতকারী সব সময় আপনার উপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার কাছেও ঘেঁসতে পারবেনা এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে।' একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ কথাটা সে অবশ্য তোমাকে সত্য বলেছে। তবে সে নিজে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হুরাযরা! তুমি কি জান গত তিন দিন থেকে তুমি কার সাথে কথা বলছো?' আমি বললাম, 'না, আমি জানি না।' তিনি বললেন, 'সে হচ্ছে শয়তান'। [বুখারী / রিয়াদুস সালেহীন]

আয়াতুল কুরসী [সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৫]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَاالَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

অর্থঃ (২৫৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ

করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয় । আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর । কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন । তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন । তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে । আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয় । তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান ।

[আয়াতুল কুরসী পাঠের অন্য ফযীলত দেখুন পৃষ্ঠা **৬১**]

সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত ।

০৩

রাত্রে নিশ্চিত নিরাপত্তা লাভের আমল ।

ঘুমের আগে ১ বার

■ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার জিবরাঈল (আ:) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলেন । এ সময়ে

আকাশে খড়খড় শব্দ হল। জিবরাঈল (আঃ) মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আকাশের একটি দরজা খোলা হয়েছে। এই দরজা আজকের আগে কখনো খোলা হয়নি। সেই দরজা থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। সেই ফেরেশতা আগে কখনো জমিনে অবতরণ করেননি। সেই ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনাকে এমন দু'টি নূর দেয়া হয়েছে, যে নূর আপনার আগে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। একটি নূর ‘‘সূরা ফাতেহা’’, দ্বিতীয় নূর ‘‘সূরা বাকারার শেষ ২টি আয়াত’’। এদের মধ্য থেকে যে বাক্যই আপনি পাঠ করবেন তার বিনিময় দেয়া হবে। [মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি

করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাব হতে দু'টি আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা শেষ করেছেন। **এই আয়াত দু'টি একাধারে তিন রাত যে ঘরে পড়া হয়, শয়তান তার নিকটেও আসেনা।** [তিরমিযী / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য এই দুটি আয়াতই যথেষ্ট হবে।**

[বুখারী ও মুসলিম / রিয়াদুস সালেহীন]

■ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, **আমার জানা নেই যে, ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে এরূপ লোকদের মধ্যে কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি না পড়েই শুয়ে যায়।** এটা এমন একটি ধনভান্ডার যা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরশের নীচের ধনভান্ডার হতে দেয়া হয়েছে।

[ইবনে মিরদুওয়াই / তাফসীর ইবনে কাসীর]

সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত
[আয়াত ২৮৫-২৮৬]

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ

مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ

اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ

نَّسِيْنَآ اَوْاَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ

اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْ لَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۟

অর্থঃ (২৮৫) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং

তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

০৪ গুরুত্বপূর্ণ "তিন কুল" এর আমল।

প্রতিটি সূরা ১বার, এভাবে নিয়ম মেনে মোট ৩বার

■ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা

তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর, কোরআন সব কিতাবেই নাযিল হয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) বলেন, সেদিন থেকে কখনো আমি এই আমল ছাড়িনি। [ইবনে কাসীর / মারেফুল কোরআন]

■ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল রাতে যখন ঘুমানোর জন্য শয়ন করতেন তখন উভয় হাতের তালু একত্র করে মিলাতেন এবং قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ , قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করে হাতে ফুঁ দিতেন। অত:পর যে পর্যন্ত তাঁহার হাত মোবারক পৌঁছতে পারে, তা শরীর মোবারকের উপর বুলাতেন। প্রথমে মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে বুলাতেন। **এই আমল তিনবার করতেন**। [বুখারী, আবু দাউদ]

••

[সূরা তিনটির-নামায শেষে আমল পৃষ্ঠা **৭৫**, সকাল সন্ধ্যা **১৬৫**]

০৫

তাসবীহ-এ-ফাতেমী (রাঃ) পাঠ করা।

ঘুমের আগে মোট (৩৩+৩৩+৩৪) = ১০০ বার

■ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যাঁতা ব্যবহারে ফাতিমা (রাঃ) তাঁর হাতে যে কষ্ট পেতেন, তার অভিযোগ নিয়ে একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাস আসার খবর ফাতেমা (রাঃ) এর কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেলেন না। তখন তিনি তাঁর অভিযোগ আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানালেন। আলী (রাঃ) বলেন, রাতে আমরা যখন শুয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটে তাঁর

পায়ের শীতলতা অনুভব করেছিলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করব না? তোমরা যখন তোমাদের শয্যাস্থানে যাবে অথবা বললেন, তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন

- سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার এবং
- اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার পাঠ করবে, ইহা

খাদেম অপেক্ষা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

[বুখারী]

০৬ সকল গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির আমল।

আন্তরিকতা সহকারে যে কোন ১টি বা সবক'টি

■ হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সারা রাত আপন রহমতের হাত প্রসারিত

করে রাখেন যেন দিনে যারা পাপ করে তারা রাতে তওবা করে নেয় এবং দিনভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন রাতে যারা পাপ করে তারা দিনে তওবা করে নেয়। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ নিয়ম চলতে থাকবে। (পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।)

[মুসলিম / মুনতাখাব হাদীস]

■ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে পাঠ করবে,**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থণা করি। তিনি জীবিত, তিনি চিরঞ্জীব, আমি আল্লাহ তায়ালার সামনে তওবা করিতেছি।

তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা হয় সমূদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমপরিমাণ, যদিও তা হয় গাছের পাতাপল্লবের সমপরিমাণ, যদিও তা হয় স্তুপীকৃত বালুকারাশির সমপরিমাণ, যদিও তা হয় পৃথিবীর দিন সমূহের সমপরিমাণ। [তিরমিযী]

■ আল্লাহ তায়ালার রহমতকে ওসীলা করে এস্তেগফার।

[বিস্তারীত দেখুন পৃষ্ঠা ১৪৮]

■ "মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ" লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোন তথা সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

[বিস্তারীত দেখুন পৃষ্ঠা ১৪৯]

■ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১টি এস্তেগফার

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ، اَللّٰهُمَّ

اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِى، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ•

অর্থঃ **হে আল্লাহ!** মাফ করুন আমার গোনাহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশী জানেন। **হে আল্লাহ!** মাফ করুন আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার বিদ্রূপের গোনাহ, আমার ভুলবশতঃ গোনাহ, আমার জেনে শুনে করা গোনাহ। এগুলোর সবই আমি করেছি। **হে আল্লাহ!** মাফ করুন আমার ভবিষ্যত গোনাহ, আমার অতীত গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ এবং যে গোনাহ আপনি আমার চেয়ে

বেশী জানেন। আপনিই রহমত অগ্রে নিয়ে যান এবং আপনিই পেছনে রাখেন। আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২য় খন্ড]

■ কারো মতে এটা **হযরত আদম (আঃ) এর এস্তেগফার**
■ এবং কারো মতে **হযরত খিজির (আঃ) এর এস্তেগফার**

আবু আবদুল্লাহ ওয়াররাক (রহঃ) বলেন, যদি তোমার ঘাড়ে সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গোনাহ থাকে এবং তুমি তোমার আন্তরিকতা সহকারে পরোয়ারদেগারের কাছে এই দোয়া কর, তবে ইনশাআল্লাহ, তোমার গোনাহ দূর হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ، وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُّكَ بِهٖ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ، وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُّ بِهٖ

وَجْهَكَ فَخَا لَطَهٗ غَيْرُكَ، وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمَتَ بِهَا عَلَىَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ، وَاَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَتَيْتُهٗ فِىْ ضِيَاءِ النِّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِىْ مَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيْمُ •

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা থেকে তওবা করার পর পুনরায় করেছি। আমি এস্তেগফার করছি এমন ওয়াদা থেকে, যা আমি নিজে আপনার সাথে করেছি, অতঃপর পূর্ণ করিনি। আমি এস্তেগফার করছি এমন আমল থেকে যার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জন; কিন্তু পরে তাতে অন্য সত্তাও

মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমি এস্তেগফার করছি এমন নেয়ামত থেকে, যা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, আমি তা দ্বারা গোনাহের কাজে সাহায্য নিয়েছি। হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আমি আপনার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা আমি দিনের আলোকে, রাতের অন্ধকারে, জনসমক্ষে, নির্জনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি - হে সহনশীল।

[এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২য় খন্ড]

০৭ শিরক থেকে মুক্ত হয়ে ঘুমানোর আমল।

সূরা কাফিরূন ১বার, এরপর দুনিয়াবী কথা না বলা

■ হযরত নওফাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, সূরা قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ার পর কারো সাথে কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়িও। কারণ, এই সূরায় শিরকের সাথে নিঃসম্পর্কের স্বীকারোক্তি রয়েছে।

[আবু দাউদ / মুনতাখাব হাদীস]

সূরা কাফিরূন

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ﴿۶﴾

অর্থঃ (১) বলুন, হে কাফেরকুল, (২) আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর। (৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

।। দরূদ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাই, যতক্ষণ ঘুম না আসে।।